Contents

দশম বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

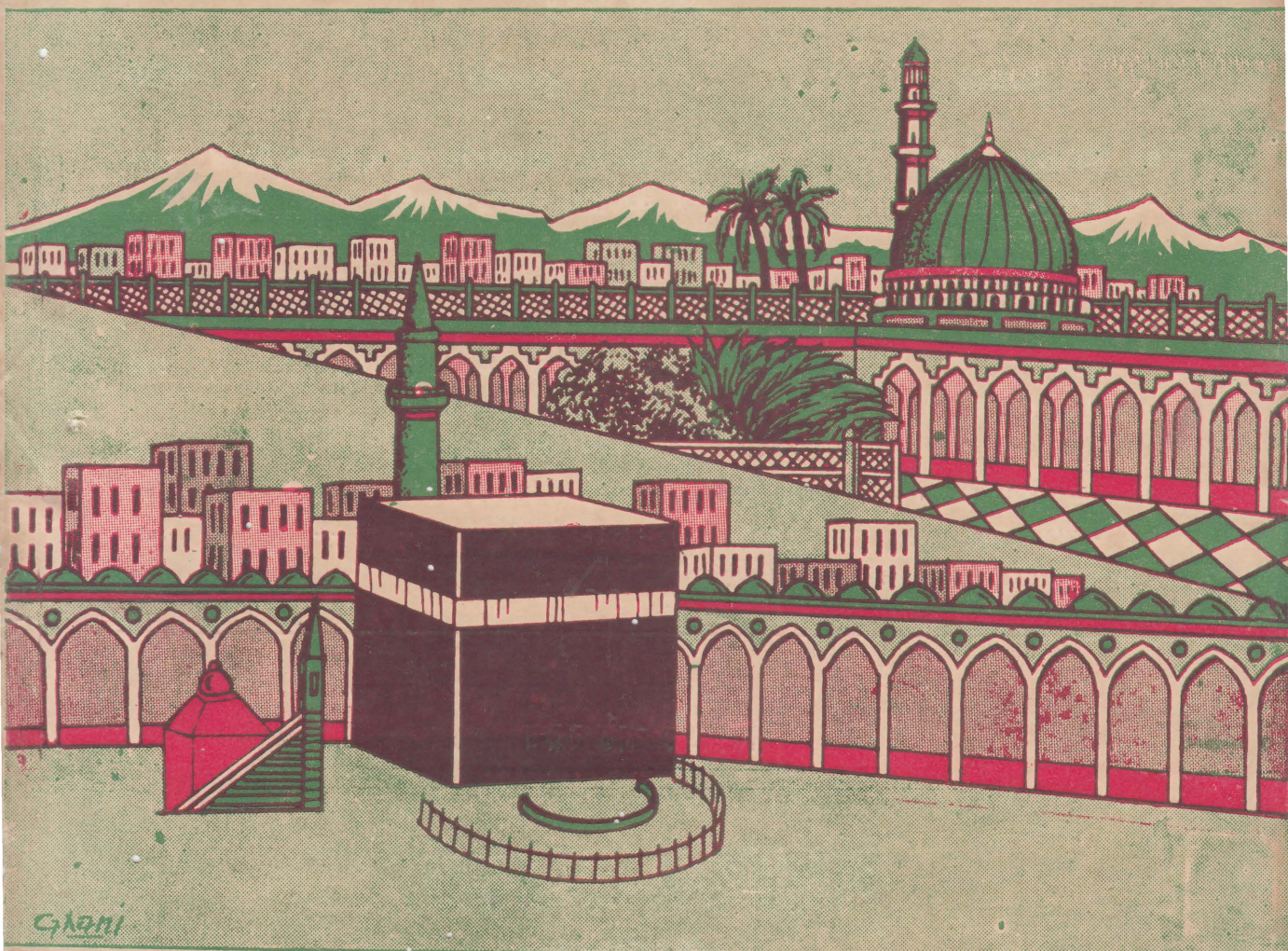

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ— চতুর্থ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৬৮ বাং — জানুয়ারী, ১৯৬২ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	১৫৩
২। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১৬১
৩। সোশ্যালিজম ও ইসলাম	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	১৬৯
৪। ইছলামের প্রচার নীতি	(প্রবন্ধ)	আবদুল্লাহ এবনে ফজল এম, এম, এম, এফ	১৭৩
৫। তওহীদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	(ভাষণ)	মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কলকত্তাবী অনুলিখন : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭৭
৬। শাহ ইসমাঈল শহীদ রঃ ও তদীয় তফসীর	আ'যামুত্তাফাসীর	অধ্যাপক আদম উদ্দীন এম, এ	১৮০
৭। কৃচ্ছ্র সাধনার আহ্বান	(প্রবন্ধ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১৮৩
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	১৮৯
৯। জময়িয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	—	১৯৩

নিয়মিত পাঠ করুন

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি টি

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	জানুয়ারী ১৯৬২ খৃস্টাব্দ, রজবুল মুরাজ্জব ১৩৮১ হিঃ, পৌষ ১৩৬৮ বংগাব্দ	চতুর্থ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ রুকূ ঃ আয়াত ৪৭ — ৫৯

ইস্‌রাঈলীয়দের প্রতি আল্লাহ-তা'আলার অনুগ্রহ ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইস্‌রাঈলীয়দের অবাধ্যতার বিবরণ। (পূর্বের সহিত সংযুক্ত)

(৫৫) وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۝

৫৫। আরও (ঐ ঘটনাটি স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে "হে মূসা, (আপনি যে পর্যন্ত আমাদেরে আল্লাহকে না দেখাইবেন এবং) আমরা যে পর্যন্ত আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখিব আমরা কিছুতেই আপনার (পয়গম্বরীর) প্রতি ঈমান রাখিবনা"। অনন্তর তোমরা প্রত্যক্ষ করিলে যে, তোমাদেরে সংজ্ঞাবিঘাতী ভয়ঙ্কর গর্জন পাকড়াও করিল। (তাহাতে তোমাদের মরণ ঘটিল।)

www.ahlehadeethbd.org

٥٦) ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون .

৫৬। তারপর তোমরা যাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাই তোমাদের ঐ মৃত্যুর পরে আমি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিলাম।[৪৬]

٥٧) وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبت مارزقنكم، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون .

৫৭। আর আমি মেঘকে তোমাদের উপরে ছায়া দানকারী করিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' নাযিল করিলাম। (বলিলাম,) "আমি তোমাদেরে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি তন্মধ্যে যাহা উপাদেয় তাহার কিছু অংশ খাইতে থাক।" আর তাহারা (আমার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া) আমার কোন ক্ষতি করেনাই, বরং তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়া চলিয়াছিল।[৪৭]

৪৬। একদল ইসরাঈলীয় হযরত মূসা আঃ-র নিকটে তাঁহার পয়গম্বরীর প্রমাণ স্বরূপ এক অভিনব মু'জিযা দেখিতে চায়। তাহারা বলে, "আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া যদি আমাদেরে বলেন যে, আপনি তাঁহার পয়গম্বর তবে এবং কেবলমাত্র তবেই আমরা আপনাকে পয়গম্বর বলিয়া মানিব, অন্যথায় নহে। অতএব আপনি আল্লাহ তা'আলার সহিত আমাদের এই প্রকার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।" হযরত মূসা আঃ অনন্যোপায় হইয়া ইসরাঈলীয়দের এক প্রতিনিধি দলকে এই মু'জিযা দেখাইবার আশায় তাহাদিগকে নির্ধারিত পাহাড়ে লইয়া গেলেন। সেখানে ঐ প্রতিনিধি দলটি প্রত্যক্ষ করিতে থাকিল যে, এক ভীষণ গর্জনের প্রভাবে তাহাদের শরীর ক্রমশঃ অসার হইতে হইতে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। তারপর এক দিবারাত্র মৃত অবস্থায় থাকিবার পরে তাহারা আবার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল যে, তাহারা ক্রমশঃ জীবনীশক্তি লাভ করিতে করিতে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল।

৪৭। ইসরাঈলীয় জাতি যখন অভিশপ্ত অবস্থায় প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন তাহাদিগকে সূর্য-তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মাথার উপরে মেঘমালা ভাসমান করিয়া রাখেন। ইসরাঈলীয়দের প্রান্তর-বাসকালে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য খাদ্যও প্রেরণ করিতে থাকেন।

ঐ খাদ্য তাহাদের নিকটে 'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' রূপে আসিতে থাকে। শনিবার বাদে সপ্তাহের আর বাকী ছয়দিন সুবহ-সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা পিছু প্রায় তিন সের পরিমাণ 'মান্ন' নামক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রত্যেকের উঠানে বর্ষিত হইত এবং 'সাল্‌ওয়া' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের নাগালে আসিয়া পৌঁছিত। ঐ খাদ্য সম্পর্কে ইসরাঈলীয়দের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ছিল "শনিবার কোন খাদ্য পাঠান হইবে না। কাজেই তাহারা শুক্রবার দিবসে 'শুক্র' ও 'শনি' দুই দিবসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে। আর সপ্তাহের বাকী পাঁচ দিন তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পরিমাণ 'মান্ন' সংগ্রহ করিবে ও 'সাল্‌ওয়া' পাখী যবহ করিবে। শুক্রবার ছাড়া আর কোন দিবসে তাহারা পরবর্তী দিবসের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেনা।"

ইসরাঈলীয়গণ ঐ খাদ্য সম্পর্কে দুইটি অন্যায় করিয়া বসে। প্রথমতঃ, তাহারা পরবর্তী দিবসের সকাল বেলার নাশ্‌তার জন্য খাদ্য জমা করিয়া রাখিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অনায়াস-লব্ধ ঐ খাদ্য সম্পর্কে শুকর গুযারী করা তো দূরের কথা, তাহারা

www.ahlehadeethbd.org

٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

৫৮। আর (ঐ ঘটনাটিও স্মরণ কর) যখন আমি বলিয়াছিলাম, "তোমরা এই নগরে[৪৮] প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে যথা ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইয়া আহার কর—আর ঐ (নগরের) দরজায় অবলুণ্ঠিত হইয়া 'ক্ষমা', 'ক্ষমা' বলিতে বলিতে[৪৯] ঐ দরজায় প্রবেশ করিও, তাহা হইলে আমি তোমাদের ভ্রমপ্রমাদ ক্ষমা করিব এবং সুষ্ঠুভাবে আন্তরিকতার সহিত (আমার) আদেশ পালনকারীকে আমি বৃদ্ধি দিব।[৫০]

ঐ খাদ্য সম্পর্কে তাহাদের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ প্রকাশ করিতে থাকে এবং অবশেষে হযরত মূসা আঃ-কে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেয় যে, তাহারা একই প্রকার খাদ্য কিছুতেই বরদাশ্ত করিবেনা। খাদ্য সম্পর্কে ইহাই ছিল ইসরাঈলীয়দের যুলম বা অন্যায় আচরণ। ঐ অন্যায় আচরণ দ্বারা তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করিতে পারেনাই বরং তাহাতে তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলীয়দের প্রতি মান্ন্ বর্ষণ ও সাল্ওয়া প্রেরণ মওকূফ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে চাষ-বাস করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

৪৮। এই আয়াতে যে নগরটির উল্লেখ রহিয়াছে সেই নগরটি কোন্ নগর ছিল সে সম্বন্ধে দুইটি মত উল্লেখযোগ্য। একদল বলেন, ঐ নগরটি ছিল **'বাইতুল-মক্দিস'**; অপর দল বলেন, ঐ নগরটি ছিল বাইতুল-মকদিস সন্নিহিত **'আরীহা'** জনপদ।

যাঁহারা বলেন যে, ঐ নগরটি বাইতুল-মক্দিস ছিল তাঁহারা প্রমাণে সূরা আল্-মাইদার ২১ আয়াত পেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ আয়াতে বাইতুল-মক্দিসে প্রবেশের যে আদেশ রহিয়াছে ঐ আদেশটি এবং এই আদেশটি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আদেশ নহে—উভয় আদেশ একই। শুধু পার্থক্য এই যে, ঐ আয়াতে নগরটির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে আর এই আয়াতে নগরটির নাম উল্লেখ করা হয়নাই। অপর দল বলেন যে, হুকুম দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। তাঁহাদের যুক্তি এই, সূরা আল্-মাইদাতে যে বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাইতুল মক্দিসে প্রবেশের যে হুকম দেওয়া হইয়াছিল তাহা হুকমের পরে পরেই তা'মীল করা হয়নাই। ঐ হুকম কার্যে পরিণত হইয়াছিল ঐ হুকমের চল্লিশ বৎসর পরে। আর এই আয়াতে নগর প্রবেশের যে হুকম পাওয়া যায় তাহা হুকমের পরে পরেই তা'মীল হইয়াছিল। কাজেই এই আয়াতে বর্ণিত যে নগরে প্রবেশ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই নগরটি বাইতুল-মক্দিস হইতে পারেনা। তারপর এই দলটি বলেন, কুরআন বা হাদীসে এই নগর সম্বন্ধে কোন মীমাংসা পাওয়া যায়না বলিয়া ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অনন্তর তাহারা ইসরাঈলীয় রিওয়ায়েতে 'আরীহা'র উল্লেখ দেখিয়া স্থির করেন যে, এই আয়াতে যে নগরের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা 'আরীহা'ই হইবে।

নগরটি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মত এই যে, এই আয়াতে বর্ণিত নগরটিও বাইতুল-মক্দিস। উভয় আদেশই বাইতুল-মক্দিস সম্বন্ধে হইয়াছিল বটে, কিন্তু আদেশ দুইটি একই আদেশ নয়। আয়াত দুইটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বয়তুল-মক্দিসে প্রবেশ করিবার হুকম দেওয়া হইয়াছিল। সূরা আল্-মাইদাতে বর্ণিত আদেশটি হয় প্রথমে এবং এই আয়াতে বর্ণিত আদেশটি হয় পরে। সূরা আলমাইদাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয় জাতিকে বয়তুল-মক্দিসে প্রবেশ করিবার জন্য [illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٥٩) فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون .

৫৯। অনন্তর যাহারা অন্যায় আচরণ করিত তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা তাহারা বাদ দিয়া অন্য কথা বদলাইয়া লইল।[৫১] ফলে যাহারা অন্যায় আচরণ করিল, তাহারা (আল্লার অনুশাসনের) গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকিত বলিয়া আমি তাহাদের উপরে আসমান হইতে শাস্তি[৫২] নাযিল করিয়াছিলাম।[৫৩]

হুকমের কথা জানাইলে তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের পক্ষে বাইতুল মক্‌দিস-প্রবেশ চল্লিশ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং ঐ চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য প্রান্তর বাস নির্ধারিত করেন। তাহাদের প্রান্তর-বাস কালে হযরত হারূন আঃ ও হযরত মূসা আঃ ইন্‌তিকাল করেন। তারপর ঐ চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আল্লাহ তা'আলা আবার ইসরাঈলীয়দিগকে বাইতুল-মক্‌দিসে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বিতীয়বার হুকম করেন এবং এই হুকমের কথাই বলা হইয়াছে সূরা বাকারার এই আয়াতটিতে। এই হুকমটি মূসা আঃ-র যবানী হয়নাই। ইহা অন্য নবীর যবানী হইয়াছিল। এইবারে ইসরাঈলীয়গণ তাহাদের পিতৃ-পিতামহদের ন্যায় নগর-প্রবেশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনাই—বরং কার্যতঃ নগরে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নগর প্রবেশকালে যে দুইটি শর্ত পালন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা সেই সর্ত দুইটি পালন না করিয়া সর্তগুলি সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করিয়াছিল।

সূরা আল্-মাইদাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, চল্লিশ বৎসর প্রান্তরবাসের মি'য়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা বাইতুল মাক্‌দিস শহরে প্রবেশ করিতে পারিবে; এবং ঐ চল্লিশ বৎসরকাল প্রান্তরে প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইবে। এমতাবস্থায় অন্তবর্তীকালে তাহাদের পক্ষে কোন নগরে প্রবেশ করার প্রশ্নই উঠিতে পারেনা। কাজেই আরীহা শহরে প্রবেশের উক্তি অমূলক ও ভিত্তিহীন।

৪৯। নগর প্রবেশকালে এই দুইটি শর্ত পালন করিবার হুকম হইয়াছিল। কায়িক দীনতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল যে, তাহারা অবলুণ্ঠিত অবস্থায় শহরের ফটকে প্রবেশ করিবে এবং বাচিক দীনতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহারা 'ক্ষমা' 'ক্ষমা' বলিতে বলিতে নগরে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলীয়দিগকে জানাইয়া দেন যে, তাহারা যদি কেবল মাত্র বাহ্যিক ভাবে কায়িক ও বাচিক দীনতা প্রকাশ সহকারে নগরে প্রবেশ করে তবে তিনি তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। —(তফসীর কবীর।)

৫০। কায়িক ও বাচিক দীনতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদের কাহারও অন্তরেও দীনতা ভাব থাকে তবে তাহাকে আল্লাহ তা'আলা কি ভাবে পুরস্কৃত করিবেন তাহা এই অংশে বলা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহার সম্বন্ধে বলেন যে, তাহার আন্তরিকতার জন্য তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে বহুল পরিমাণে মঙ্গল দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, তৎকালীন ইসরাঈলীয়দের মধ্যে যাহারা পূর্বে অন্যায় আচরণ করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "আমি তোমাদের ভ্রম প্রমাদ ক্ষমা করিব"। আর যাহারা পূর্বে কোন অন্যায় আচরণ করেনাই তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইল, "আর যাহারা আমার আদেশ সুষ্ঠুভাবে আন্তরিকতার সহিত পালন করে আমি তাহাদিগকে দুন্‌য়াতেও পুরস্কৃত করিব এবং আখিরাতেও পুরস্কৃত করিব।"—এই ব্যাখ্যাটি সূরার وزيادة للذين احسنوا الحسنى পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়।

৫১। নবী করীম সঃ বলেন ঃ ইসরাঈলীয়দিগকে সিজদাবনত অবস্থায়, 'হিত্‌তাহ্' বলিতে বলিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নগর-দ্বারে প্রবেশের হুকম হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এক বৃহৎ দল [তাহা না করিয়া তাহার পরিবর্তে] পাছা ঘেঁসড়াইয়া প্রবেশ করিয়াছিল এবং [তাহাদের কেহ কেহ] বলিয়াছিল, 'হিত্‌তাহ্—হাব্‌বাহ ফী শে'রাহ (বুখারী পৃঃ ৬৪৩); [কেহ কেহ বলিয়াছিল,] হিন্‌তাহ্—হাব্‌বাহ ফী শি'রাহ (বুখারী ৬৪৩); [আবার কেহ কেহ বলিয়াছিল] 'হাব্‌বাহ্ ফী শি'রাহ, (বুখারী ৪৮৩ ও ৬৬৯;

৫২। যে সকল ইসরাঈলীয় পূর্বেও আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নির্দেশ অগ্রাহ্য ও অমান্য করিয়া আসিতেছিল এবং নগর-দ্বারে প্রবেশ সম্পর্কিত নির্দেশেরও অবমাননা করিয়াছিল কেবলমাত্র তাহাদের উপরেই আয়াতে বর্ণিত শাস্তিটি নাযিল হইয়াছিল। এই প্রকার ইসরাঈলীয় সংখ্যায় পঁচিশ হাযার ছিল। তফসীরকারগণ বলেন, একদিনে সকাল হইতে সন্ধার মধ্যে ঐ পঁচিশ হাযার ইসরাঈলীয় প্লেগ-মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের সকলেই সন্ধ্যার পূর্বে পূর্বেই মারা যায়—তফসীর কবীর।

৫৩। সূরা আল্‌বাকারার ৫৮।৫৯ আয়াতে যে ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে ঐ ঘটনার বিবরণ সূরা আল্ আ'রাফের ১৬১।১৬২ আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতদ্বয় ও ঐ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে দশটি পার্থক্য দেখা যায়। যথা—

১) قيل—قلنا ২) اسكنوا—ادخلوا
৩) وكلوا—فكلوا ৪) حيث شئتم رغدا—حيث شئتم
৫) وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة—وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
৬) خطاياكم—خطيئتكم ৭) وسنزيد—سنزيد
৮) ظلموا منهم—ظلموا
৯) فارسلنا عليهم—فانزلنا على الذين ظلموا
১০) بما كانوا يظلمون—بما كانوا يفسقون

এই পার্থক্যগুলির রহস্য তাফসীর কারীর গ্রন্থে অতি চমৎকার ভাবে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে।

প্রথম পার্থক্যের রহস্য—পাঠক সূরা আল্‌বাকারাতে প্রথমেই জানিতে পারিয়াছেন যে, এই কথাগুলি বলিবার কর্তা আল্লাহ। কাজেই পরে সূরা আল্‌-আ'রাফে কর্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে قيل (বলা হইল) ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পার্থক্যের রহস্য—প্রবেশের পরে 'বাস' হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমে সূরা আল্‌বাকারাতে ادخلو (প্রবেশ কর) বলিবার পরে সূরা আল্‌আ'রাফে বলা হইল اسكنوا (বাস কর)।

তৃতীয় পার্থক্যের রহস্য দুইটি বিষয়ের মধ্যে হেতু ও ফল সম্বন্ধ থাকিলে ফলের সহিত ف ব্যবহৃত হয়। 'প্রবেশ আহারের কারণ এবং আহার প্রবেশের পরিণাম', এই কথা বুঝাইবার জন্য ادخلوا র সহিত فكلوا বলা হইয়াছে। কিন্তু 'বাস' ও 'আহারের মধ্যে 'হেতু পরিণাম' সম্বন্ধ না থাকায় اسكنوا সহিত وكلوا বলা হইয়াছে।

ব্যতিক্রম ও তাহার সমাধান—হযরত আদম আঃ ও তাঁহার বীবী সম্পর্কে সূরা আল-বাকারা ও সূরা আল-আ'রাফ উভয় সূরাতেই 'سكن' বলিবার পরে সূরা আল-বাকারাতে وكلا এবং আল-আ'রাফ فكلا বলা হইয়াছে। ইহার সমাধান এই যে, এই হুকমটি দুইবার করা হইয়াছিল। প্রথম বার আদম আঃ ও তাঁহার স্ত্রীর বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার তাঁহাদের বেহেশতে প্রবেশ করিবার পরে। প্রথম ক্ষেত্রে সূরা আল-আ'রাফের فكلا উপযোগী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সূরা আল-বাকারায় وكلا উপযোগী।

চতুর্থ পার্থক্যের রহস্য—সূরা আল-বাকারাতে কর্তার উল্লেখ থাকায় رغدا বৃদ্ধি করা উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু সূরা আল-আ'রাফে কর্তার উল্লেখ না থাকায় শুধু احيث شئتم বলাই যথেষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম পার্থক্যের রহস্য—ইসরাঈলীয়দের মধ্যে যাহারা পূর্বে অন্যায় আচরণ করে নাই তাহাদের পক্ষে প্রথমে সিজদা করা এবং সিজদা সম্পাদনজনিত সম্ভাব্য আত্মশ্লাঘা-অপরাধের কারণে —পরে ক্ষমা প্রার্থনা অধিকতর উপযোগী। এই দিক

www.ahlehadeethbd.org

সপ্তম রুকু : আয়াত ৬০-৬১

٦٠) واذ استسقى موسى لقومه فقلنا
اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا
عشرة عينا، قد علم كل اناس مشربهم، كلوا
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الارض
مفسدين .

৬০। আর (ওহে ইসরাঈলীয় জাতি, একবার ঐঘটনাটিও স্মরণ কর) যখন মূসা তাঁহার কওমের জন্য পানি চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম,"আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে[৫৪] আঘাত করুন।" অনন্তর (তিনি আঘাত করিলে) তাহা হইতে বারটি ফোয়ারা ফুটিয়া ছুটিল। প্রত্যেক দল নিজ নিজ ঘাট জানিয়া লইল। (বলিলাম,) আল্লার রিযক হইতে (মান্ন-সালওয়া) খাইতে থাক, এবং (এই পানি) পান করিতে থাক, আর দুনিয়াতে অশান্তি উৎপাদন-কারী হিসাবে বাড়াবাড়ি করিও না।[৫৫]

দিয়া সূরা আল-বাকারার আয়াত তাহাদের প্রতি সমধিক প্রযোজ্য। আর যাহারা পূর্ব হইতেই অন্যায় আচরণ করিয়া আসিতেছিল তাহাদের পক্ষে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরে সিজদা করা অধিকতর উপযোগী। এই হিসাবে সূরা আল-আ'রাফের আয়াত তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য হয়।

ষষ্ঠ পার্থক্যের রহস্য—চতুর্থ পার্থক্যের রহস্যের অনুরূপ।

সপ্তম পার্থক্যের রহস্য—সূরা আল-বাকারার আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ক্ষমা প্রার্থনা ও সিজদা করা এই উভয়বিধ কার্যের সমষ্টিভূত ফল দুইটি—ভ্রম-প্রমাদ মার্জনা ও প্রতিদানে বৃদ্ধি। আর সূরা আ'রাফের আয়াতের তাৎপর্য এই যে, উভয়বিধ কার্যের সমষ্টিভূত ফল মাত্র একটি এবং তাহা ভ্রম-প্রমাদ মার্জনা মাত্র। পঞ্চম পার্থক্যের রহস্যের ন্যায় এই পার্থক্য-রহস্যেও সূরা আল-বাকারার আয়াত ন্যায়ানুবর্তী ইসরাঈলীয়দের প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং সূরা আল-আ'রাফের আয়াত অন্যায় আচরণকারী-দের প্রতি প্রযোজ্য হয়।

অষ্টম পার্থক্যের রহস্য—সূরা আল-আ'রাফে منهم বৃদ্ধি করিবার কারণ এই যে, সেখানে ঐ বিব-রণের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—"মূসার কওমের এক দল লোক ন্যায় পথে আহ্বান জানায়।" কাজেই সেখানে অন্যায় আচরণকারীদের উল্লেখ প্রসঙ্গে منهم (=তাহাদের) শব্দ যোগ করা অপরিহার্য হইয়াছে।

নবম পার্থক্যের রহস্য—সূরা আল-বাকারাতে শাস্তির উদ্ভবের কথা উল্লেখ করিবার পরে সূরা আল-আ'রাফে ঐ শাস্তি পরিচালনার উল্লেখ সেইরূপ সঙ্গত হইয়াছে; সূরা আল-বাকারাতে على الذين ظلموا বলিবার পরে সূরা আল-আ'রাফে عليهم বলিয়া সর্বনাম পদ ব্যবহার করা ভাষা হিসেবে সেইরূপই উপযোগী হইয়াছে।

দশম পার্থক্যের রহস্য—সূরা আল-বাকারাতে ইসরাঈলীয়দের ঐ অন্যায় আচরণকে 'ফিসক' নামে অভিহিত করিবার পরে সূরা আল-আ'রাফের يفسقون র তাৎপর্য مفسدون হওয়া অনিবার্য। কাজেই সূরা আল-আ'রাফে يفسقون বলিবার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার কালামের ভাষা ও ভাব-রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ, আমাদেরে আপনার কালামের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৫৪। ইসরাঈলীয়দের প্রান্তর বাসকালে যখন পানির অভাব হইয়াছিল তখন এই ঘটনা ঘটে। মূসা আঃ র লাঠির স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন কোন

www.ahlehadeethbd.org

٦١) واذ قلتم يموسى لن نصبر على طعام
واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت
الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها
وبصلها، قال اتستبدلون الذى هو ادنى
بالذى هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم
ماسالتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة
وباءو بغضب من الله، ذالك بانهم كانوا
يكفرون بايت الله ويقتلون النبين بغير
الحق، ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون .

৬১। আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, "হে মূসা, আমরা একই খাদ্যে কিছুতেই ধৈর্য রাখিতে পারিবনা। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার রব্বকে ডাক দিয়া বলুন, "জমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়—যথা, জমির তরিতরকারী, উহার কাঁকুড়, উহার গম, উহার মসুর ও উহার পিয়াজ—তাহারই কিছু তিনি যেন আমাদের জন্য (মাটি হইতে বাহির করেন।"[৫৬] (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মূসা) বলিলেন, "যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহার পরিবর্তে যাহা কিছু নিকৃষ্ট তাহাই কি আপনারা লইতে চান?[৫৭] শহরে[৫৮] গিয়া নামুন, কারণ আপনারা যাহা কিছু চাহিলেন তাহা (সেখানে) আপনাদের জন্য নিশ্চয় আছে।" আর তাহাদিগকে লাঞ্ছনায় ও অভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইল এবং তাহারা আল্লার গযবের যোগ্য হইল।[৫৯] ইহা এই কারণে (করা হইল) যে, তাহারা আল্লার আয়াতগুলি অবিশ্বাস করিতে থাকিত এবং পয়গম্বরদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়া চলিত।[৬০] ইহা এই কারণে যে, তাহারা (আল্লার) আদেশ অমান্য করিত এবং (ন্যায়ের) সীমা লঙ্ঘন করিতে থাকিত।

কিছু নিশ্চিতভাবে জানা যায় না সেইরূপ ঐ পাথরের স্বরূপ সম্বন্ধেও কোন কিছু নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা অবান্তর।

৫৫। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা হয়:—

প্রথম ব্যাখ্যা—গোলযোগ সৃষ্টি করা অধিকাংশ ইসরাঈলীয়ের স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—অত্যাচারীকে শাস্তিদানের এবং দুষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে যে অভিযান চালান হয় তাহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ প্রকার সাময়িক বিশৃংখলা উৎপাদন অপরিহার্য বলিয়া তাহা নিষিদ্ধ নয়। ঐ প্রকার বিশৃংখলা উৎপাদনকে নিষেধাজ্ঞার আওতার বাহিরে রাখিবার জন্য এই প্রকার হুকম হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যাটি এবং সূরা আল-বাকারার ১৯৪ আয়াতের فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (তোমাদের প্রতি যেকেহ অত্যাচার করে তোমরাও তাহাদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারের অনুরূপ অত্যাচার কর।) এর ব্যাখ্যা একই দাঁড়ায়।

তারপর এই নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকভাবে সকল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টির উপর প্রযোজ্য হইলেও পানি লইতে গিয়া বিশৃংখলা সৃষ্টি-ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিবার উপর ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৫৬। এই ঘটনার মধ্যে ইসরাঈলীয়দের জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় কয়েক খাতে পাওয়া যায়। বাড়াবাড়ি করাই ছিল তাহাদের স্বভাব। তাই তাহারা এই ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল।

একই খাদ্য যতই উত্তম হউক না কেন বহু দিন ধরিয়া তাহা খাইতে থাকিলে তাহাতে অরুচি ধরা মানুষ প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কাজেই মান্ন-সালওয়া খাইতে ইসরাঈলীয়দের অরুচি ধরা এবং ঐ অরুচির কথা তাহাদের নবীকে জানান তাহাদের পক্ষে মোটেই অন্যায় বা অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু তাহারা যে ভাবে ঐ কথা নবীকে জানাইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অন্যায় হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষে নম্রভাবে এই বলিয়া আবেদন জানান সঙ্গত ছিল, "একই খাদ্য খাইতে খাইতে আমাদের অরুচি ধরিয়াছে। কাজেই আপনি আল্লার কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য রকমারি খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।" এই আবেদন ব্যাপারে তাহারা কয়েক ভাবে অন্যায় করিয়াছিল।

প্রথমতঃ, তাহারা বলিল, "একই খাদ্য আমরা **কিছুতেই সহ্য করিবনা**। আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে এ কী বিক্ষোভ-প্রকাশের ধারা! প্রার্থনার মধ্যেও এ কী ঔদ্ধত্য প্রকাশ!

দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের অরুচি হইয়াছিল মান্ন-সাল্‌ওয়া আহারে। কাজেই তাহাদের পক্ষে মোটা-মুটিভাবে অন্যান্য প্রকার খাদ্যের জন্য প্রার্থনা জানানই সঙ্গত ও যথেষ্ট ছিল। তাহাদের পক্ষে এতটুকু বলাই উচিত ছিল, "আমরা অন্যান্য খাদ্য চাই"। তাহা না করিয়া তাহারা ইহাতে বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল। তাহারা ফরমাইশ করিল,—রুটি চাই, ডা'ল চাই, শশা-কাঁকুড় চাই, তরি-তরকারী চাই, পিয়াজ চাই।

তৃতীয়তঃ, তাহারা গম, মসুর ইত্যাদির ফরমাইশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়নাই। তাহারা আরও ফরমাইশ করিয়াছিল যে, তাহারা মাটি হইতে উৎপন্ন মসুর গম, ইত্যাদি চায়—অর্থাৎ তাহারা আসমানী খাদ্য চায়না। তাহারা বলিয়াছিল : يخرج আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বাহির করেন—অর্থাৎ আসমান হইতে নাযিল না করেন। তাহারা আরও বলিয়াছিল, من يقلها জমির তরি-তরকারী অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে আগত অথবা অন্য কোন উপায়ে সংগৃহীত তরি-তরকারী ইত্যাদি নয়। তাহাদের এই বাড়াবাড়ির মূলে ছিল অতি জঘন্য মনোবৃত্তি—তাহাদের পয়গম্বর মূসা আঃ-র পয়গম্বরী জনিত প্রাধান্যে তাহাদের ঈর্ষা মনোভাব। তাহাদের ফরমাইশী খাদ্যগুলি যদি মান্ন্ সাল্‌ওয়ার মত আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তাহাদের নিকটে আপনা-আপনি পৌঁছিত তাহা হইলে তাহাতে হযরত মূসা আঃ-র পয়গম্বরীর প্রমাণ আরও দৃঢ় হইত। ফলে তাহার প্রাধান্য আরও বাড়িত। এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা বলিয়াছিল—আমরা চাইনা যে, এ সকল খাদ্য আসমান হইতে আসুক। আমরা চাই জমির তরি-তরকারী, জমির শশা-কাঁকুড়, জমির গম, জমির মসুর ও জমির পিয়াজ।—নিজ পয়গম্বর সম্বন্ধে কি জঘন্য মনোবৃত্তি!

৫৭। হযরত মূসা আঃ-র এই উত্তর হইতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, ইসরাঈলীয় জাতি 'মান্ন-সাল্‌ওয়া' খাদ্যের পূর্ণ বিরতি কামনা করিয়াছিল।

৫৮। এখানে শহর বলিয়া বয়তুল-মক্‌দিস শহর বুঝান হইয়াছে। ৪৮ নং নোটে বর্ণিত প্রমাণই ইহারও প্রমাণ।

৫৯। ইসরাঈলীয়দের লাঞ্ছনায় ও অভাবে আচ্ছন্ন হওয়ার যে কথা এখানে বলা হইয়াছে তাহা তাহাদের নানাপ্রকার খাদ্য-প্রার্থনার সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ তাহাদের ঐ খাদ্য-প্রার্থনা তাহাদের লাঞ্ছনার কারণ নহে। তাহাদের সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সময়কার মন্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই, ইসরাঈলীয়গণ যে কেবলমাত্র হযরত মূসা আঃ-র প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইত, তাহা নহে; বরং তাহারা পরে তাহাদের স্বজাতীয় বহু নবীর আদেশ—নির্দেশ অমান্য করে এবং তাহারা তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫৩৯) হযরত আনস বিন মালিক (রাযিঃ) প্রমুখ্যাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, রোযা ধারীর পক্ষে শিঙ্গা লাগান না পছন্দনীয় (মকরূহ) হওয়ার সর্বপ্রথম কারণ হইল এই যে, জা'ফর বিন আবিতালেব রোযা পালন করা অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইতেছিলেন এমনি সময় রসূলুল্লাহ (দঃ)তাহার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং (উক্ত অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া) বলিলেন, ইহারা (শিঙ্গাদাতা ও গ্রহণকারী) উভয়ই ইফতার করিয়াছে। (রাবী বলেন,) অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই হাদীসের রাবী হযরত আনসও রোযা ব্রত পালন অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইতেন।—দারকুতনী। তিনি ইহাকে (সনদ হিসাবে) সবল قوى বলিয়াছেন।

ان جعفر بن ابى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد فى الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم

৫৪০) জননী হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করিয়াছেন।—ইবনে মাজাহ, দুর্বল সনদে। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এই সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নাই।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اكتحل فى رمضان وهو صائم

৫৪১) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় রোযা বিস্মৃত হইয়া পানাহার করিয়া থাকে তাহার পক্ষে সেই দিবসের রোযা পূর্ণ করা উচিত। আল্লাহ তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন। (সুতরাং ইহাতে তাহার রোযা নষ্ট হইবেনা)।—বুখারী ও মুসলিম।

من نسى وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

হাকিমের বর্ণনাতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ রমযানের রোযা ইফ্তার করিয়া ফেলে তাহার প্রতি

من افطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح

স্বজাতীয় বহু নবীকে হত্যা করিতে থাকে। তাহারই ফলে তাহারা নিগ্রহে ও দারিদ্রে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

৫৯। কুরআন মজীদে যে ২৫ জন পয়গম্বরের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১১ জন অথবা ১২ জন ইসরাঈলীয়। এই ১১।১২ জন নবীর মধ্যে কাহারও আদেশ—নির্দেশ ইসরাঈলীয়গণ আন্তরিকতার সহিত পালন করেনাই! তারপর এই ১১।১২ জন পয়গম্বরের মধ্যে তিন জন পয়গম্বরকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং তন্মধ্যে হযরত যাকারীয়া আঃ ও হযরত য়াহ্য়া আঃ এই দুইজন নবীকে তাহারা হত্যা করিয়া ফেলে, কিন্তু হযরত ঈসা আঃকে হত্যা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

যেসকল পয়গম্বরের নাম কুরআন মজীদে নাই তাঁহাদের অনেককে ইসরাঈলীয়গণ হত্যা করে। তারীখ আবুল ফিদা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসরাঈলীয়গণ তাহাদের নবী শা'য়া شعياء আঃকে হত্যা করে। ঐ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসরাঈলীয়গণ কেবলমাত্র বাইতুল-মকদিস শহরেই হযরত য়াহ্য়া আঃ সহ ৭০ সত্তর জন ইসরাঈলীয় নবীকে হত্যা করে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

উহার জন্য কযা এবং কফ্ফারা—দণ্ড প্রযুক্ত হইবেনা এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত!

৫৪২) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, (রোযার অবস্থায়) যে ব্যক্তির (অনিচ্ছাকৃত ভাবে) বমি নির্গত হয় তাহাকে রোযার কযা করিতে হইবেনা। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করে (তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে এবং) তাহাকে উক্ত রোযা কযা করিতে হইবে।—আহমদ ও সুনন। ইমাম আহমদ ইহাকে দুষিত বলিয়াছেন এবং দারকুত্নী ইহাকে সবল বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء

৫৪৩) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) (হিঃ ৮সনে) মক্কা বিজয়ের বৎসরে রমযান মাসে মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন এবং তিনি (তখন) রোযা অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরাও রোযা পালন করিতেছিলেন। যখন তিনি (উছফানের নিকটবর্তী) "কুরাঈলগমীম" নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন এক পাত্র পানি আহ্বান করিলেন এবং উহা হস্তে ধারণ করতঃ লোকদের দেখার জন্য উত্থিত করিলেন। অতঃপর উহা পান করিলেন। পরবর্তী সময় হযরতকে (দঃ) জ্ঞাত করান হইল যে, (হযরতের ইফ্তার করা সত্বেও) কিছু সংখ্যক লোক রোযা রাখিয়াছে। এতদশ্রবণে তিনি (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, ইহারা অবাধ্য—ইহারা নাফরমান। অন্য শব্দে বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট বলা হইল যে, (এই সফরের অবস্থায়) সাহাবাগণের প্রতি রোযা রাখা কষ্টদায়ক হইতেছে এবং তাহারা সকলেই আপনি কি করেন তাহাই লক্ষ্য করিতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বাদ আসর এক পিয়ালা পানি চাহিয়া উহা পান করিলেন।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج عام الفتح الى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة وفى لفظ اولئك العصاة فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب

৫৪৪) হযরত হাম্যাহ্ বিন আম্র আস্লমী (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি আরয করিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! আমি নিজের মধ্যে সফরে রোযা পালন করার শক্তি অনুভব করি, আমি যদি এই অবস্থায় রোযা রাখি তাহাহইলে কোন দোষ হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে রুখ্ছত—অব্যাহতি মাত্র। যাহারা উহার অনুসরণ করে তাহারা উত্তম কাজই করিয়া থাকে আর যাহারা রোযা রাখিতে ভালবাসে তাহাদের প্রতি কোন পাপ হইবেনা।—মুসলিম। হাদীসের মূল কথাগুলি বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থেই হযরত আয়েশার সূত্রে "হাম্যা বিন আম্র প্রশ্ন করিয়াছেন" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هى رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه

৫৪৫) হযরত (আবদুল্লাহ) ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধগণকে (নর-নারী যাহারা রোযা পালনে অক্ষম) রোযা ইফ্তার করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এবং (এমতাবস্থায়) তাহারা প্রতিদিবস একজন মিস্কীনকে আহার প্রদান করিবে এবং তাহাদের উপর (এইরূপ করিলে) রোযার কাযা করিতে হইবেনা[১]।—দারকুত্নী ও

قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه

১। অধিকাংশ ইমামগণের সিদ্ধান্ত এই যে, অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী যাহারা রোযা পালন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাদের পক্ষে রোযা ভঙ্গ করা এবং তৎপরিবর্তে প্রতিদিবস একজ করিয়া মিসকীনকে আহার প্রদান করাই

www.ahlehadeethbd.org

হাকিম। তাহারা উভয়েই এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৫৪৬) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিল, হে আল্লাহর রসূল, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কি তোমাকে ধ্বংস করিয়াছে? সে বলিল, রমযানের (দিবসে) আমি স্ত্রী-সঙ্গমে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (ইহার কফ্‌ফারা স্বরূপ) তুমি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ কি? সে বলিল, না। হযরত বলিলেন, একাধিক্রমে দুই মাসের রোযা পালন করিতে পার কি? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, ষাট জন দরিদ্রকে আহার করাইতে পারিবে কি? সে বলিল, জী,না (হুযূর! আমার সেই সামর্থ্য নাই)। অতঃপর সে বসিয়াই রহিল এমন সময় রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে কতকগুলি খাজুরের বেগ আসিল এবং তিনি সেই লোকটিকে উহা গ্রহণ করিয়া ছদকা করিতে বলিলেন। সে বলিল, আমাদের চাইতে যাহারা অধিক দরিদ্র তাহাদিগকেই উহা দিতে হইবে কি? (কিন্তু) মদীনার উভয় পার্শের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের চাইতে অধিক দরিদ্র আর কেহ নাই। ইহা শ্রাবণ করতঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) এরূপ হাসিয়া উঠিলেন যে তাঁহার পবিত্র দন্তগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতঃপর তিনি ইর্শাদ করিলেন যে, আচ্ছা যাও উহা তোমার পরিবারকে খাইতে দাও।—আহমদ ও ছেহাছেত্তার গ্রন্থসমূহ! শব্দগুলি মুসলিমের।

قال جاء رجل الى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال هلكت يارسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امراتى فى رمضان فقال هل تجدما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجدما تطعم ستين مسكينا قال لاثم جلس الحديث

فاتى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك

৫৪৭) জননী আয়েশা ও উম্মে ছলমা (রাযিঃ) রেওয়াত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্ত্রী-সঙ্গমে অপবিত্র অবস্থায় প্রভাতে উঠিতেন! অতঃপর গোসল করিতেন এবং রোযা রাখিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে উম্মে ছলমার সূত্রে "এবং তিনি কযা করিতেন না" বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم

৫৪৮) হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীকরীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যেব্যক্তি মারাগিয়াছে এবং তাহার ফরয রোযা কযা রহিয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় তাহার অলী (নিকট-আত্মীয়—আছাবা, প্রভৃতি) তাহারপক্ষ হইতে সেই রোযাগুলি পালন করিয়া দিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام عنه وليه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

নফলী রোযা ও নিষিদ্ধ দিবসের বিবরণ ঃ

৫৪৯) হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট আরাফাত দিবসের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, উহাতে বিগত বৎসর এবং

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال

যথেষ্ট হইবে। সূরত আলবকারার ১৮৪ নম্বর আয়াত দ্বারা তাহারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক আবু হুওর এবং দাউদ যাহেরী, প্রভৃতি জমহুরের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং উল্লিখিত আয়াতকে রহিত—মনসুখ বলিয়াছেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস উহা সমর্থন করেননাই বরং অধিকাংশ ইমামগণের মতকেই আলোচ্য হাদীসে সমর্থন জানাইয়াছেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আগামী বৎসরের (ছগীরা) পাপ সমূহ মার্জ্জিত হইয়া যায়।

ذالك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل على فيه

আশুরা দিবসের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত বলিলেন, বিগত একবৎসরের (যাবতীয় ছগীরা) গোনাহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। অতঃপর সোমবারের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, এই দিবসে আমি ভূমিষ্ট হইয়াছি, এই দিবসে আমি রিসালতের দায়িত্ব লাভ করিয়াছি এবং এই দিবসেই আমার প্রতি (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ করা হইয়াছে।—মুসলিম।

৫৫০) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা পালন করে অতঃপর শওয়াল

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

মাসের আরও ছয়টি রোযা পালন করিল সে পূর্ণ বৎসর রোযা পালন করার তুল্য সওয়াব লাভ করিবে।—মুসলিম।

৫৫১) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর পথে সংগ্রামে বা জেহাদে লিপ্ত থাকা সত্বেও এক দিবস

ماامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا

রোযাব্রত পালন করে, আল্লাহ পাক সেই একই দিবসের রোযা দ্বারা তাহার চেহারাকে দোযখের আগুন হইতে ৭০ বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দূরে রাখিবেন।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

৫৫২) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন সময় (একাধিকক্রমে) এরূপ রোযা রাখিতে আরম্ভ করিতেন যাহাতে আমাদের ধারণা হইত যে, তিনি আর রোযা পরিত্যাগ করিবেননা। পক্ষান্তরে

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم

وماراًيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته فى شهر اكثر منه صياما فى شعبان

তিনি কোন সময় এরূপভাবে দীর্ঘদিন রোযা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতেন যাহাতে আমাদের ধারণা হইত যে, তিনি আর কোন (দিন) রোযা রাখিবেননা! আর রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিনাই এবং তিনি শা'বান মাসে অধিক সংখক রোযা রাখিতেন, এরূপ অন্য মাসে করিতে আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিনাই।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুস্‌লিমের।

৫৫৩) হযরত আবুযর (গেফারী রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে (নফল হিসাবে) তিন দিবস— ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে—তিনটি রোযা রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।—

امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان نصوم من الشهر ثلثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة

তিরমিযী ও নাসায়ী; ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছে না।

৫৫৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখ্যাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বীয় স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখা বৈধ নহে।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত। আবুদাউদে "রমাযান ব্যতীত", শব্দগুলি বর্ধিত হইয়াছে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه

৫৫৫) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদে কুরবান দিবসদ্বয়ে রোযা

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৫৫৬) হযরত নবীশা হুযলী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ, তশরীক[১] দিবসগুলি পানাহার এবং মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণের জন্য (নির্দিষ্ট), উহাতে রোযা রাখা বৈধ নহে।—মুস্‌লিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عزوجل

৫৫৭) জননী আয়েশা (রাযিঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আইয়ামে তশরীকে রোযা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়নাই কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তির জন্য যে হাদ্‌ই—কুরবানীর জন্য উপযুক্ত পশু—প্রাপ্ত হয়নাই।—বুখারী।

قالا لم يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى

৫৫৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, রাত্রিসমূহের মধ্য হইতে শুক্রবারের রাত্রিকেই তোমরা এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিওনা এবং দিবস সমূহের মধ্য হইতে শুধু জুমআ দিবসকে রোযার জন্য তোমরা নিরূপিত করিও না। হ্যাঁ, যদি কেহ কোন নির্দিষ্ট তারিখে রোযা পালন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং উহা শুক্রবারেই পতিত হয়, তাহাহইলে তাহার পক্ষে উক্ত দিবসে রোযা পালন করা নিষিদ্ধ নহে।—মুসলিম।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون فى صوم يصومه احدكم

৫৫৯) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন (নির্দিষ্টভাবে শুধু) শুক্রবারে রোযা রাখেনা কিন্তু তাহার পূর্বে অথবা পরে একদিন রোযা রাখিলে সেই দিবসেও রোযা রাখিতে পারিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لايصومن احدكم يوم الجمعة لا ان يصوم يوما قبله او بعده

৫৬০) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন শা'বান মাস অর্দ্ধেক হইলে (পর) তোমরা (রমাযান পর্যন্ত) আর কোন রোযা রাখিওনা।—সুনন ও আহমদ। ইমাম আহমদ এই হাদীসকে মুন্‌কর[১] বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

৫৬১) হযরত ছম্মা' বিন্‌তে বুছর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ফরয রোযা ব্যতীত শনিবারে অন্য কোন রোযাই রাখিও না যদি তোমাদের

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها

১) ঈদে কুরবানের পরবর্তী তিন দিবস আইয়ামে তশরীক; উহাতে যেহেতু আল্লহর তরফ হইতে কুরবাণীর দা'ওযাত করা হইয়াছে, সেইহেতু উহাতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু যেব্যক্তি একই সফরে দুই ইহরামে হজ্জ ও উমরা করতঃ মুতামাত্তে' হইয়াছে সে যদি উহার পরিবর্ত্তে কুরবানীর পশু না পায় তাহাহইলে সে উক্ত দিবসমূহে রোযা রাখিবে। পরবর্তী হাদীসে ইহার নির্দেশ রহিয়াছে।

১) আলা বিন আবদুর রহমানের সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উহাকে 'মুনকর' বলিয়াছেন। কিন্তু হাফিযুল ইসলাম ইবনে হজর স্বীয় তকরীবে উক্ত আলা বিন আবদুর রহমানকে "সত্যবাদী কিন্তু কোন কোন সময় সন্দেহ করেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাকে মুসলিম শরীফের রাবীদের অন্তর্গত বলিয়াছেন। উপরন্তু এই হাদীসকে ইবনে হিব্বান, প্রভৃতি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, যেহেতু শা'বানের শেষ ভাগে রোযা রাখিলে মানুষ দুর্বল হইয়া যাইবে এবং রমযানের ফরয রোযায় ক্রটি ঘটিতে পারে সেইহেতু উক্ত সময় রোযা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু যাহারা নির্দিষ্ট দিবসে রোযা পালনে অভ্যস্ত তাহাদের হুকুম স্বতন্ত্র। এই সম্বন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সমীকরণ এই যে, নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসগুলিতে যাহারা নির্দিষ্ট তারীখে রোযা পালনে অভ্যস্ত নহে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে এবং অন্যান্য হাদীসে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

কেহ আহারোপযোগী কিছু না পায় বরং শুধু আঙ্গুরের খোসা আথবা কোন বৃক্ষ-শাখ প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে তাহাই চর্বণ করিয়া লইবে।—সুনন ও আহমদ। (গ্রন্থকার বলেন,) এই হাদীসের সনদে যেসমস্ত রাবী রহিয়াছেন তাহারা সকলেই বিশ্বস্ত কিন্তু তৎসত্বেও হাদিসটি মুযতারিব—পরস্পর বিরোধ সম্বলিত।—ইমাম মালেক ইহাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং ইমাম আবুদাউদ ইহাকে মনসুখ (রহিত) বলিয়াছেন।

৫৬২) জননী উম্মেহলমা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) অধিকাংশ রোযা শনিবার এবং রবিবারেই রাখিতেন আর বলিতেন যে, এই উভয় দিবস মুশরিকদের উৎসব দিবস এবং আমি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাই[১]।—নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اكثر ماكان يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوما عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم

৫৬৩) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী (দঃ) আরাফাতে অবস্থানকারী দিগকে আরফা দিবসে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন—তিরমিযী ব্যতীত, ইবনে খুযায়মা ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং উকায়লী ইহাকে মুনকর বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

৫৬৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সমস্ত বৎসরই রোযা রাখিল, বাস্তবে (তাহার এই রোযার কোনই মূল্য নাই) সে যেন কোন রোযাই পালন করে নাই।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের অপর বর্ণনাতে হযরত আবু কাতাদার (রাযিঃ) সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে বাস্তবে কোন রোযাই পালন করে নাই, আর ইফতারও করে নাই। (অর্থাৎ তাহার এইরূপ রোযা আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবেনা।)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاصام من صام الابد

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

রমযানের নৈশ এবাদত ও ই'তেকাফের বিবরণ

৫৬৫) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে মুসলিম আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিয়া পুণ্য লাভের আশায় রমযানুল মুবারকের নিশিতে এবাদত অর্চনায় লিপ্ত থাকে তাহার পূর্ববর্তী যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহ মাজিত হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

৫৬৬) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, যখন রমযানের শেষ দশক আরম্ভ হইত তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) এবাদতের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি করিতেন, নিজে রাত্রি জাগরণ করিতেন এবং স্বীয় পরিবারকেও

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا دخل العشر اى العشر الاخيرة من رمضان شد ميزره واحيى ليله وايقظ اهله

১) ৫৬১ নম্বর হাদীসে শনিবার ও রবিবারে রোযা রাখা নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই হাদীসে হযরত নিজেই রোযা পালন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এই বিরোধের সমাধান এই যে, (ক) এই হাদীস দ্বারা উপরোক্ত হাদীস রহিত হইয়াগিয়াছে। যে সময় আহলে কিতাবের বিরোধিতার নির্দেশ ছিল সেই সময় রোযা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে উহা রহিত হইয়াছে। (খ) উভয় হাদীসের মান সমান নহে উম্মে হলমার (রাযিঃ) হাদীসকে ইবনে খুযায়মা বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে উহরোক্ত হাদীসকে কেহ মুযতারিব এবং কেহ মুনকর বলিয়াছেন। (গ) উভয় হাদীসকে গ্রহণীয় স্বীকার করিলে বলা যাইতে পারে যে, নির্দিষ্ট ভাবে শুধু শনিবার অথবা রবিবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ এবং অন্য দিবসের সহিত যুক্তভাবে রোযা রাখা জায়েয।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাগ্রত রাখিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৫৬৭) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) যখন ই'তেকাফের ইচ্ছা করিতেন তখন ফজরের নমাজ পড়িতেন, অতঃপর তাঁহার নির্দিষ্ট ই'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

৫৬৮) বিবি আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযানের শেষ দশকে তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত (প্রতি বৎসরই) ই'তেকাফ করিয়াছিলেন অতঃপর তাঁহার সহধর্মীনীগণ তাঁহার পর ই'তেকাফ করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عزوجل ثم اعتكف ازواجه من بعده

৫৬৯) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যে সময় ই'তেকাফে বসিতেন সেই সময় আমার দিকে তাঁহার পবিত্র মস্তক আগাইয়া দিতেন (গৃহে প্রবেশ করাইতেন) এবং আমি উহাতে কাঁকুই করিয়া দিতাম। তিনি ই'তেকাফের সময় (মলমূত্র ত্যাগের) আবশ্যক ব্যতীত কোন সময় সগৃহে প্রবেশ করিতেন না।—বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

ان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليدخل على رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لايدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا

৫৭০) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ই'তেকাফ কারীর কর্তব্য এই যে, সে কোন রোগীর এয়াদত করিবেনা, জানাযায় শরীক হইবেনা, স্ত্রীকে স্পর্শ এবং তাহার সহিত সঙ্গম করিবেনা এবং এইরূপ কারণ যাহাতে বহির্গত না হইয়া কোন উপায় নাই, (মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি) ব্যতীত মসজিদ হইতে বহির্গত হইবে না। কিন্তু রোযা ব্যতীত ই'তেকাফ হয় না এবং জামে মসজিদ ছাড়াও (অন্যস্থানে) ই'তেকাফ হইবেনা। —আবু দাউদ। গ্রন্থকার বলেন, ইহার সনদে কোন (বিশেষ) দোষ নাই কিন্তু ইহার শেষাংশটি মওকুফ হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

قالت السنة على المعتكف ان لايعود مريضا ولايشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع

৫৭১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ই'তেকাফকারীর প্রতি রোযা রাখা অপরিহার্য নহে কিন্তু যদি সে নিজের প্রতি অবশ্যম্ভাবী করিয়া থাকে।—দারকুতনী ও হাকিম। এই হাদীসটি মওকুফ (অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের উক্তি) হওয়াই যুক্তিযুক্ত —রাজেহ্।

قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه

---

১) এই হাদীসে 'স্ত্রীকে স্পর্শ এবং মুবাশারাত করিবেনা' এর তাৎপর্য হইতেছে স্ত্রীসঙ্গম। অর্থাৎ ই'তেকাফ করার সময় স্ত্রীসঙ্গম সর্বতঃ (দিবস-রজনীতে) নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে উহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শুধু স্পর্শ করাই উহার উদ্দেশ্য নহে, কারণ, ৫৬৯ নম্বর হাদীসে হযরত আয়শা কর্তৃক রসূলুল্লাহর মাথার চুলে কাঁকুই করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহা বিশুদ্ধতম হাদীসগ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে।

২) ই'তেকাফ করার সময় রোযা রাখা অপরিহার্য শর্ত কিনা এসম্বন্ধে মহামতি ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। এমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) রোযার শর্ত হওয়ার মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ৫৭০ নম্বর হাদীস তাঁহাদের প্রমাণ। পক্ষান্তরে কেহ কেহ রোযার অপরিহার্যতা স্বীকার করেন নাই এবং আলোচ্য হাদীস দ্বারাই ইঁহারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থানাভাব।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

৫৭২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) কতিপয় সাহাবী কদর-রজনী রমযানের শেষ-সপ্ত-রজনীতে (বে-জোড় রজনীতে) সংঘটিত হয় বলিয়া স্বপ্নযোগে দেখিয়া (রসূলুল্লাহর খিদমতে) আরয করিলে

ان رجالا من اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت فى السبع فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الاواخر

হযরত (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, আমিও তোমাদের ন্যায় শেষ (বে-জোড়) সপ্ত রজনীতে হয় বলিয়া স্বপ্ন-দ্রষ্ট হইয়াছি। অতএব যাহারা উহার সন্ধানী হয় তাহাদের উহা শেষ সপ্ত রজনীতে তল্লাশ করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম।

৫৭৩) হযরত মোআবিয়া বিন আবু সুফ্‌ইয়ান (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) শবে কদর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহা (রমযানের) সপ্তবিংশ রজনীতে সংঘটিত হইয়া থাকে।—আবুদাউদ। এই হাদিসটি মওকুফ (মোওয়াবিয়ার উক্তি) হওয়াই বলিষ্ঠ। (অতঃপর গ্রন্থকার বলেন,) শবে কদর বা কদর রজনীর নির্দিষ্ট করা সম্বন্ধে (আলেমবৃন্দ) চল্লিশটি মতে বিভক্ত হইয়াছেন, আমরা উহা (বুখারীর ভাষ্য) ফত্‌হুল-বারীতে সঙ্কলিত করিয়াছি[১]।

৫৭৪) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ), যদি আমি শবে-কদরের নির্দিষ্ট রজনী অবগত হইতে পারি তাহাহইলে উহাতে আমি কি (দোআ) পাঠ করিব? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলি-লেন, তুমি এই দোআ পাঠ করিও। হে আল্লাহ, তুমি ক্ষমার আধার; ক্ষমা করাই তুমি ভালবাস। অতএব আমার সমুদয় তাপ বিমোচিত করিয়া দাও।—আহমদ ও সুনন—আবুদাউদ ব্যতীত। তিরমিযী ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال قولى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

৫৭৫) হযরত আবুছাঈদ খুদররীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে (পুণ্য লাভের আশায়) সফর করার জন্য প্রস্তুতি করা অবৈধ। সেই তিনটি মসজিদ হইতেছে (১) পবিত্র কা'বা গৃহ (২) আমার এই (মদীনার) মসজিদ আর (৩) মস্‌জিদে আক্‌ছা[২]। —বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاتشد الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى

১) আল্লামা হাফেয ইব্‌নে হজর স্বীয় ফত্‌হুল বারীতে উক্ত চল্লিশটি মতের উল্লেখ করার পর বলিয়াছেন, এই উক্তিসমূহের মধ্যে "রমযানের শেষ দশকের বে-জোড় রজনীতে উহা সংঘটিত হওয়ার মতই বলিষ্ঠ—রাজেহ।

২) কোন কোন আলেম কর্তৃক ই'তেকাফের জন্য উল্লিখিত তিনটি মসজিদকেই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাদের এই উক্তির দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য গ্রন্থকার আলোচ্য হাদীসটি এই পরিচ্ছেদে উধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে উক্ত মত প্রমাণিত হয় না। সফরের উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদকে নির্দিষ্ট করায় উহা ই'তেকাফের জন্যও নির্দিষ্ট হইবে এরূপ কোন ইংগিত ইহাতে নাই।—অনুবাদক

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

সোশ্যালিজম ও ইসলাম

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একথা কি সত্য নয় যে, ল্যাটিন এবং কার্থেজের যুদ্ধে রোমান জনসাধারণ (Ebians) আশরাফদের (Patricians) সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে বহিঃশত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে হেলায় বুকের তাজা রক্ত দান করেছিল? দিগ্বিজয়ী আরব সৈন্যেরা যারা তদানীন্তন পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী পদানত করে রেখেছিল এবং যারা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সব কিছু তছনছ করে দিয়েছিল তারা কে? তাদের মধ্যে কি কুরায়শী, আনসারী, ইয়ামানী এবং অন্যান্য আরব গোত্রের ধনী ও নির্ধনেরা সমানভাবে কাজ করে যায় নি? প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যেণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীর মজুরেরা কার সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে লড়াই করেছিল? একথা কি সত্য নয় যে, সোস্যালিষ্টদের শত বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা সত্বেও এসব মজুর আপন আপন দেশের ধনিক ও বণিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করেছিল? আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই কি এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেছিল? এ যুদ্ধে কি জার্মান মজুরেরা জার্মানীর জন্য, ইংলিশ মজুরেরা তাদের দেশের জন্য এবং আমেরিকার মজুরেরা স্ব-জাতির জন্য আপন আপন দেশের অন্যান্য শ্রেণীর সাথে যোগ দিয়ে সমান তালে কাজ করেনি? এসব জিন্দা নজীর বিদ্যমান থাকা সত্বেও শুধু উদ্দেশ্যমূলক দু' চারটা বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ দাবী পেশ করা যে, "মানব জাতির ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। প্রভু ও ভৃত্য, বিত্তশালী ও মজুর, ধনী ও দরিদ্র দিবদিনই একে অপরের শত্রু চিরদিনই একজন আর একজনকে নিষ্পেষিত করার জন্য ওত পেতে বসে আছে—চিরদিনই এদের মধ্যে দা' কুমড়ার সম্বন্ধ",—কত বড় ধূর্তমীর পরিচায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ সব কথা যারা বলে থাকে তারা হয় শঠ প্রবৃত্তির আর নয় তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত।

সোশ্যালিষ্টদের মতে পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মূলে ছিল অর্থনৈতিক কারণ। তা ছাড়া তারা একথাও বলেন যে, অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলেই নূতন নূতন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মতবাদ গড়ে উঠে। যদি কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, খৃষ্টীয় ৬ শতাব্দীতে আরবদেরকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে দুনয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতিতে পরিণত করার পেছনে কোন্ অর্থনৈতিক কারণ প্রেরণা যুগিয়েছিল? তা হলে তারা চট্ করে উত্তর দিয়ে থাকেন যে, আরবদের দৈন্য, দারিদ্র এবং জঠর জ্বালা নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণই তাদেরকে দুনয়ায় ইনকেলাব সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছিল। কারণ এপথেই তারা পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ জয় করে তথা হতে ধন রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করতে পেরেছিল। সোশ্যালিষ্টদের এ যুক্তি যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তা হলে একথা আমরা বুঝতে অক্ষম যে, সোশ্যালিজমের প্রচার আজও দুনয়ায় কেন চল্‌ছে? অর্থনৈতিক অবনতির প্রতিকার আর জীবনযাত্রার প্রণালীর উন্নতি বিধানকল্পে দুনয়ায় আজ জদ্দ ও জেহাদ কেন চল্‌ছে? কারণ এ উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক অনুন্নতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি। যদি আরবদের দৈন্য, অনাহার এবং অর্থনৈতিক টানাটানির অবস্থাই তাদেরকে একটি উন্নত, শক্তিশালী এবং সুসভ্য জাতিতে পরিণত করার একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তবে এমন দারিদ্র ও দৈন্যকে জানাই মোবারকবাদ। এর চেয়ে ভাল আর কোন অবস্থায়ই মানুষের কাম্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হতে পারে? কারণ আরবদের ইনকেলাবের ফলেই ত' খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এমন ভাঙ্গাগড়া হয়েছিল যার ফলে পশ্চিম-এশিয়ার মযলুমেরা তাদের যালেম শাসক গোষ্ঠির হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং গোটা ইউরোপ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির পথে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, দারিদ্র এবং অর্থ-নৈতিক অনুন্নতির ফলেই যদি এমন মহান কাজ সাধিত হয়ে থাকে তবে এ দারিদ্রকে ধ্বংস না করে একে খুব শক্ত করে ধরে রাখা এবং সম্ভব হলে এর বিস্তার সাধনের জন্য সর্বপ্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা মানুষ মাত্রেরই নৈতিক ফরজ। ইতিহাস পাঠ আর ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ এক কথা নয়। সোশ্যালিষ্টরা ইতিহাস পড়েন বটে, কিন্তু তার শিক্ষা গ্রহণ করতে জানেন না। প্রকৃত পক্ষে, আরবদের বিজয় এবং বিপ্লবী কার্য-কলাপে যৎকিঞ্চিৎ অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও সেখানে এর চেয়েও ঢের বেশী শক্তিশালী প্রেরণা সক্রিয় ছিল। যদি ধর্মীয় চেতনা আরবদেরকে এক প্লাটফরমে একত্রিত না করত, তাদের সামনে একটী মাত্র লক্ষ্যকে তুলে না ধরত এবং তাদেরকে একটী বিশ্বজনীন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা না যুগাত তবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তারা পৃথিবীর বুকে এমন সব কীর্তি ছেড়ে যেতে সক্ষম হত না যার জন্য আজও পৃথিবী কৃতজ্ঞতার সহিত তার ঋণ স্বীকার করে থাকে।

পক্ষান্তরে যদি সমাজতন্ত্রবাদীদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হয় যে, আঁ-হযরত (দঃ) এর আগমনের সময় আরবদের জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল আর তাদের অর্থনীতির ভিত্তিতে এমন কি বিপ্লব এসেছিল যার ফলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক জগতে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়? যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ইসলাম দুনয়ার বুকে কোন্ নূতন শ্রেণীর বীজ বপন করেছিল? কোন্ পুরাতন শ্রেণীর বিলোপ সাধন করেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর সমাজতন্ত্রবাদীরা না কোন দিন দিয়েছেন আর না কোন দিন দিতে পারেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজতন্ত্রবাদের গোড়ার কথা হল এই যে, দুনয়ায় সর্ব প্রকার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তন। এ মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র-বাদীদেরকে আমাদের উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। এ ছাড়া আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এ ধর্মীয় বিপ্লব কোন নূতন অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদের গোড়া পত্তন করেছিল? কৃত-দাস প্রথা ত' আরবদের মধ্যে পূর্ব হতেই মওজুদ ছিল। সোশ্যালিজমের "ক্রমোন্নতির" মতবাদ অনুসারে ত' ইসলামী বিপ্লবের ফলে জায়গীরদারী প্রথার প্রবর্তন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামী বিপ্লবের ফলে দুনয়ার জায়গীরদারী প্রথার প্রবর্তন ত' দূরের কথা ইসলাম সে সব দেশ থেকেও জায়গীরদারী প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছে যে সব দেশে ইসলামের আগমনের পূর্বে জায়গীরদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কি ইসলাম Capitalism বা ধনতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিল—না, সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করতে এসেছিল? কোন্ কোন সমাজতন্ত্রবাদী আবার বলে থাকেন যে, ইসলাম ত' সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রদূত হিসেবে এসেছিল এবং এ পথের প্রাথমিক সব ঝড় ঝাপটা সে মাথায় সহ্য করে পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদীদের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। কিন্তু কথা হল এই যে, তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে? সামাজিক ক্রমোন্নতির দুই দুইটা ধাপ এক লাফে পার হয়ে হঠাৎ সমাজতন্ত্র-বাদের প্রতিষ্ঠা, সে আবার কেমন কথা? সমাজতন্ত্রবাদ ত' সামাজিক বিবর্তনের চরম উন্নতির ধাপ। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতবাদ অনুসারে ইসলাম যে সামাজিক অবস্থায় আত্ম-প্রকাশ করেছিল বিবর্তনের ফলে তারপর যে সামাজিক ব্যবস্থা আসত সেটা হত জায়গীরদারী। তারপর সমাজ আর একটু উন্নত হলে সেখানে ধনতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হত। তারপর আরও উন্নত হলে তবে আসত সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু মাঝখানে জায়গীরদারী ও ধনতন্ত্রবাদ—এ দুটো ধাপ পেরিয়ে ইসলাম সমাজতন্ত্রবাদের গোড়া পত্তন করবে সে আবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেমন কথা? কার্লমার্কস আমাদের সামনে সামাজিক ক্রম-বিবর্তনের যে ছবিটি তুলে ধরেছেন তা দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেন ঃ—

"সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে থাকে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যার ফলে নূতন ব্যস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"

কার্ল মার্কসের বর্ণিত সামাজিক বিবর্তনের মূল নীতিকে চোখের সামনে তুলে ধরে যখন আমরা দেখি যে, যখন মানবতা গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে রুদ্ধ-শ্বাস অবস্থায় কাল যাপন করছিল তখন হঠাৎ ইসলাম আবির্ভূত হয়ে সেখানে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করল যা সমাজতন্ত্রবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার চেয়েও উন্নততর তখন আমাদের আশ্চর্যের সীমা থাকে না। আবার যখন এ সব প্রশ্ন সমাজতন্ত্রবাদীদের সামনে তুলে ধরা হয় তখন এদিক ওদিক করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তরই থাকে না।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ (cause & effect) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সামাজিক বিবর্তনের মূলে অর্থনীতিকে টেনে আনা সমাজতন্ত্রবাদীদের মওরুসী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিভিন্ন প্রকার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন সময় কখনও বা একাই কখনও বা সবগুলি একত্রে মিলে বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত করে থাকে। যখন বিভিন্ন কারণ একত্রে মিলে কোন ঘটনা সংঘটিত করে তখন এদের আনুপাতিক ক্ষমতা নির্ধারণ করা সহজ ত' হয়ই না বরং এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ এ কথা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না যে, ঘটনাটির পিছনে ধর্মীয় কারণ অধিক কার্যকরী ছিল না রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক। এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, মানব চরিত্র এতই বৈচিত্রময় যে, তার নিত্যনৈমিত্তিক কৃতকর্ম সম্পর্কে এমন নিশ্চিত মন্তব্য করা দুঃসাধ্য যার ফলে বলা যায় যে উহার পিছনে ধর্মীয় প্রেরণার অংশ কতটুকু, রাজনৈতিক অনুপ্রেরণারই বা কতটুকু আর অর্থ-নৈতিক তাড়নারই বা কতটুকু। আজ পর্যন্ত দুনয়ায় এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নাই যদ্বারা মানুষের কার্যকলাপের পিছনে যেসব অনুপ্রেরণা কাজ করে থাকে তার সঠিক আনুপাতিক আন্দাজ করা যেতে পারে। যত দিন পর্যন্ত এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন পর্যন্ত একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদীরা ছাড়া দুনয়ার কোন সুস্থমস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষই একথা বলতে পারবে না যে, মানুষ যেসব অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে থাকে তার মধ্যে অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণাই সব সময় সকলের বড় হয়ে দেখা দেয়।

যেহেতু সমাজতন্ত্রবাদীরা মানব চরিত্রের এসব বৈচিত্রকে উপেক্ষা করে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণকে মানুষের কার্যকলাপের মূল প্রেরণা বলে ঠাহর করে থাকেন সে জন্য সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন তার দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া আর অন্য কোন সংস্কার সাধিত হয়না। তাদের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানাই দুনয়ার সব অনর্থের মূল কারণ। অতএব একে ধ্বংস করতে পারলে সমাজের আর যতগুলি অনর্থ আছে সবই আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আন্দোলনের গোড়াপত্তনই হয়েছে এ মতবাদের উপরে ভিত্তি করে যে, যখন সমাজ হতে শ্রেণী বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার নিম্নতম চাহিদা অনায়াসে পেতে থাকবে তখন সমাজের চারিত্রিক ও রাজনৈতিক দোষত্রুটী আপনা আপনি শুধরে যাবে। কিন্তু একথা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ নিত্য যে সব কাজ মানুষ দ্বারা আঞ্জাম পেয়ে আস্‌ছে তার পিছনে শুধু অর্থনৈতিক কারণই অনুপ্রেরণা যোগায় না। যশ ও সুনাম কেনার জন্য কি মানুষ নিত্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে না? মনে করুন, আপনি এক বিরাট জলসায় গিয়েছেন। সেখানে আর দশজনে দু এক টাকা করে দান করে বহু মারহাবা আর নারায়ে তকবীর ইত্যাদি ধ্বনিবাদ কুড়াচ্ছে, আপনি এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি দশ টাকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দান করেন তাহলে কি বল্‌তে হবে যে, আপনি অর্থ-নৈতিক লাভের জন্য একাজ করেছেন? এখানে ত' বরং আপনি অর্থনীতিকে কোরবান করে সম্মান খরিদ করতে গেলেন। মনে করুন, দৈনিক হাজার হাজার প্রেমিক তাদের প্রেমিকার ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে কতই না টাকা পয়সা ব্যয় করছে। এসবও কি অর্থ-নৈতিক লাভের জন্য করা হচ্ছে? অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজের রাজ-সিংহা-সনকে পদাঘাত করে চলে গেলেন—মাত্র সেদিনের কথা। সেটাও কি অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যেই করেছিলেন? দীন-দরিদ্র ফকির ও মিসকিনদেরকে দানশীল ব্যক্তিরা দৈনিক কত টাকা পয়সা দান করছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব অর্থ কুরবানীর পিছনে কোন্ অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদীরা ছাড়া আর কারও তা বোধ-গম্য হওয়ার কথা নয়। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যে একাধিক প্রবৃত্তির সমাবেশ ঘটেছে। ধন-দৌলত, মান-ইজ্জত, প্রেম-ভালবাসা; পূজা-অর্চনা সুনাম-সুখ্যাতি এমনি ধরণের হাজার হাজার আকাঙ্খা নিত্য মানুষকে বিভিন্ন কাজকর্মে প্রেরণা যোগাচ্ছে। অতএব মানুষের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করতে হলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি দ্বারা তা' করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই যে মানুষ ফেরেস্তা হয়ে যাবে আর মানুষের সমাজ ফেরেস্তার সমাজে পরিণত হবে তা' কোনদিন হয়নি আর হতেও পারে না। কে না জানে যে, আমেরিকা ধন-দওলত ও ঐশ্বর্যে আজ দুনয়ার সবজাতির সেরা; বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে সব জাতির নেতা; রকেটের সাহায্যে চন্দ্রলোকে ভ্রমণের অভিলাষী; বর্তমান যুদ্ধংদেহী দুনয়ার বুকে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত এবং দুনয়ার অনুন্নত জাতিগুলির পীঠস্থান। কিন্তু তহযীব ও তমদ্দুন এবং নৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে এতই অধঃপতিত এবং নিম্নস্তরের যে, সম্ভবতঃ আফ্রিকার কোন অসভ্য জাতিও তেমন নয়। সেখানে ১৯৬০ সালের দুর্নীতির যে রিপোর্ট বের হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, প্রতি ৫৮ মিনিটে একটি হত্যাকাণ্ড, প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি নারী ধর্ষণের ঘটনা, প্রতি ৪৯ সেকেণ্ডে একটি ডাকাতি এবং প্রতি ২ মিনিটে একটি মটর গাড়ী চুরি হয়েছে। এসব জলজ্যান্ত প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও কি আমরা সমাজতন্ত্রবাদীদের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এ কথাই বলব যে, অর্থনৈতিক উন্নতিই সমাজের সর্ব প্রকার দুর্নীতির অমোঘ ঔষধ?—না তা কখনই নয়। বরং আমেরিকার সামাজিক অবস্থা দর্শনে মনে হয় অর্থনৈতিক টানাটানির চেয়ে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই অধিকতর সামাজিক দুর্নীতির কারণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও নিত্য-নৈমিত্তিক যে সব সামাজিক দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে অনুশীলন করে দেখলে দেখা যাবে যে, তার অধিকাংশই অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের ফলেই হচ্ছে। আমাদের দেশে নেশা খাওয়ার-যে- হিড়িক চলেছে তা দারিদ্রের ফলে নয় বরং প্রাচুর্যের ফলে। আমাদের একটি মাত্র শহরে দৈনিক ৭০ হাজার টাকার মদ বিক্রি হচ্ছে তা' দারিদ্রের ফলে নয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে দৈনিক ২০ হাজার টাকার বিড়ি ও সিগারেট বিক্রি হচ্ছে তাও দারিদ্রের ফলে নয়। ক্লাব আর সিনেমা ঘরের ছড়াছড়ি হচ্ছে তাও দারিদ্রের ফলে নয়। অতএব দারিদ্রের ঘাড়ে সব দোষের বোঝা চাপিয়ে এ কথা বললে চলবে না যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলেই সমাজের বুক থেকে সর্ব প্রকার দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে আর সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ হয়ে উঠবে ফেরেস্তা-চরিত্র।

www.ahlehadeethbd.org

ইছলামের প্রচার নীতি

—আবদুল্লাহ এবনে ফজল এম,এম, এম,এফ

প্রত্যেক ধর্মই প্রচার সাপেক্ষ—ইছলাম ধর্মও ইহার ব্যতিক্রম নয়। এ সম্বন্ধে কোরআন মজীদে উক্ত হ'য়েছে—

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن

"হেকমতের সহিত ও সদুপদেশ দ্বারা 'মানব মণ্ডলীকে' তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর" [১]।

ইছলাম কোন জাতি বিশেষের ধর্ম নহে, ইহা সমগ্র মানব জাতির ধর্ম। পৃথিবীর সকল জাতি শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ সকলেই ইছলামের শান্তি-ছায়াতলে আশ্রয় নিলে এক হয়ে যায়। জগতের শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগ জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধন, দেশ জাতি নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন ইছলামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইছলামের প্রচার-নীতি বাস্তবিকই সর্বাংগ সুন্দর এবং অতুলনীয়। বিধর্মীদের মাঝে ইছলামের দ্রুত বিস্তারের কারণ বিশুদ্ধ ইতিহাসের সাহায্যে নির্ণয় করতে চেষ্টা না ক'রে অনেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বসংস্কার, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হ'য়ে অসির সাহায্যে অত্যাচার ও জোরজবর দস্তীতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে অনুযোগ দিয়ে থাকেন, কিন্তু এই বিদ্বেষপূর্ণ প্রমাণহীন উক্তির কোন মূল্য নেই।

ইছলাম অত্যাচার ও অন্যায় হত্যার ঘোর বিরোধী। কোন মুছলমান ধর্মের নামে কি পুণ্যের ভানে এই ধর্ম বিগর্হিত কর্মের সংস্পর্শে আসতে পারেনা। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে অত্যাচার বা অশান্তির অনুষ্ঠান করতে পারেনা; করলে তাহাদিগকে মঙ্গলময় আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা এবং অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত হতে হ'বে। কারণ কোরআন মজিদে বজ্রগম্ভীর নিনাদে বহুবার বিঘোষিত হ'য়েছে :

والله لايحب الظلمين

"বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারী দিগকে ভালবাসেন না" [২]

যেহেতু ইছলাম শান্তির ধর্ম অতএব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এর কাম্য। জুলুম ও অত্যাচার সে কখনও সমর্থন করেনাই—করতে পারে না। ইছলাম বিস্তার কল্পে বলপ্রয়োগ কোরআনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হ'য়েছে যথা আল্লাহ বলিয়াছেন :

لااكراه فى الدين

"ধর্মে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই" [৩]

এ'তে সপ্রমাণ হয় যে, ইছলামের দ্বার চির উন্মুক্ত এবং ইছলাম গ্রহণ ইচ্ছাধীন। ইছলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও ইছলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যার ইচ্ছা ইছলাম গ্রহণ করতে পারে। স্বেচ্ছায় প্রণোদিত না হ'লে কাউকে বল পূর্বক ধর্মে আনার বিধান ইছলাম প্রদান করেনাই। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হ'য়েছে—

من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا

"যেব্যক্তি হত্যার বিনিময়ে অথবা পৃথিবী বক্ষ হ'তে ফাছাদ ও অশান্তি নিবারণ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কারণে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে সে এত বড় পাপী বলে পরিগণিত হবে যে, সে যেন পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করল, এবং যেব্যক্তি অন্যায় হত্যা হ'তে একটি প্রাণ রক্ষা করে সে এতটা পুণ্যবান যেন সে পৃথিবীর সমস্ত লোকের প্রাণ রক্ষা করল" [৪]।

ইছলামে কেবল দ্বিবিধকারণে হত্যার বিধান প্রদান করা হয়েছে; প্রথমতঃ হত্যার পরিবর্তে হত্যা,

[১] ছুরা আননহল ১২৫ আঃ

[২] ছুরা আলএমরান ৫৭ আঃ

[৩] ছুরা বাকারাহ ২৫৬ আঃ

[৪] ছুরা আলমায়েদাহ ৩২ অঃ

www.ahlehadeethbd.org

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী হ'তে অন্যায় নিবারণ করা হেতু হত্যা।

বহু শতাব্দী ব্যাপী এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ বিজয় অভিযানে একটি প্রাণীও ধর্মের নামে নিহত হয়নাই। ইহাও লক্ষণীয় যে, কোন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা কতৃক কোন বিজিত দেশে ইছলাম বিস্তারলাভ করে-নাই। ইছলাম ধর্ম স্বর্গীয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। কেহ সত্যের প্রতিরোধ করতে পারেনা। সত্য প্রচারের জন্য সত্য সাধক প্রচারক মণ্ডলীই যথেষ্ট, তাই কোরআন মজিদে প্রত্যাদেশ হ'য়েছে

ولكن منكم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

"তোমাদের মধ্যে প্রচার ব্রতে একটিদল নিয়োজিত থাকা উচিত যারা মানব জাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং অসৎ কর্মের নিষেধবাণী শোনাবে[৫]। ইছলামের প্রচারে প্রচারক মণ্ডলীর কার্য হ'বে শুধু নিরপেক্ষভাবে জনসাধারণকে সত্য ও মঙ্গলের পথে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন এবং অসৎ ও অমঙ্গলের পথ হ'তে ফিরিয়ে আসার ব্যাকুল নিষেধ বাণী উচ্চারণ। অধিকন্তু তাদের সম্বোধনের ভাষায় কর্কশতা ও রূঢ়তা পরিহার করতে হ'বে। ইছলামী প্রচারক মণ্ডলীকে লোক সমাজে ভাল ও মন্দের তুলনামূলক ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাই কোরআনে বলা হ'য়েছে

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم

"ভাল ও মন্দ তুল্য নহে, ভাল দ্বারা মন্দ বিদূরিত কর, তখন দেখবে তোমার ও তাঁদের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল উহা পরম সৌহার্দ্যে পরিণত হ'য়েছে"[৬]।

বিভিন্ন বাতেল ধর্মের উপাস্য দেবদেবী ও প্রতিমাগুলি সম্বন্ধে কোরআন পাকে বলা হ'য়েছে—

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

"আল্লাহকে ছেড়েদিয়ে তারা যাদের উপাসনা করছে, সে সবকে গালাগালী দিওনা, কারণ হয়ত এর ফলে ঐ সব পূজারীরদল অজ্ঞানতা বশতঃ রোষ পরবশ হ'য়ে আল্লাহকেও গালাগালী করতে শুরু করবে[৭]।"

প্রচার কার্যে ইছলামের মুবাল্লেগদল সত্যের আশ্রয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের মাঝে প্রচারকার্য্য চালিয়ে যাবে কিন্তু সেই ধর্মের পূজারীদের উপাস্য ঠাকুরদিগকে গালি দিবেনা সমালোচনা করবে না। কারণ তা হ'লে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ অজ্ঞতা বশতঃ ইস্‌লামের আল্লাহকে গালি দিতে পারে অথচ এরূপ করা কদাচ উচিত নয়। কাজেই ইছলামের শাশ্বত মতবাদ প্রচার করার ব্যাপারে অমুছলমানদের রুচি,—প্রকৃতির ও আগ্রহ প্রবণতার অনুকূল সময়েরও সুযোগ খুঁজতে হ'বে, যথা; কোরআন করীমে বলা হ'য়েছে—

واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

"যখন তুমি দেখ বিধর্মীগণ কোরআনের বাণী নিয়ে বিদ্রূপ করছে, পুনশ্চ তা'রা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট হ'তে দূরে স'রে থাক"[৮]।

কোরআন মজিদের এই সকল উদারনীতি ও শান্তিপূর্ণ মধুমাখা বাণী শিরে ধারণ ক'রে আদর্শ চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ প্রচারকগণ নিঃস্বার্থ ভাবে তা'দের মহান কর্তব্য প্রচারকার্য্য সম্পাদন ক'রে আস-ছেন। ইছলাম ধর্মের প্রচারক মণ্ডলী অধিকাংশ সময় কোরআন মজিদ থেকেযে সব উপদেশ মালা বিতরণ ক'রে থাকেন পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নমুনা স্বরূপ আমি তন্মধ্যে কতিপয় আয়াতের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করছি। যথা—"তোমার প্রভু আল্লাহতায়ালা আদেশ করছেন যে, কেবল তাঁরই উপাসনা করবে এবং পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহশীল হ'বে; যদি তাঁদের একজন বা উভয়ে

[৫] ছুরা আলএমরান ১০৩ আঃ

[৬] ছুরা হামীমছেজদা ৩৪ আঃ

[৭] ছুরা আল্-আনআম ১০৮ আঃ

[৮] ছুরা আল্-আনআম ৬৮ আঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমার সম্মুখে বার্দ্ধক্যে উপনিত হয়, তবে তাঁ'দের কাউকে উহ্ কথা পর্য্যন্ত বলবেনা, তা'দের প্রতি কর্কশ ভাষী হ'বেনা, এবং ত'দেরকে (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে) নম্র কথা বলবে" [৯]।

"যারা আল্লাহ ও রছুলে বিশ্বাসী হ'য়েছে ও সৎকর্মাবলী সম্পাদন করেছে, আল্লাহ তা'দেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রদান করবেন" [১০]।

যা'রা দিবাভাগে ও রজনীতে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় অর্থ দানকরে, তা'দের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার বিদ্যমান আছে, তা'দের ভয় নাই এবং তা'রা সন্তাপিত হ'বেনা[১১]"।

"আল্লাহ আদেশ করছেন যে, তোমরা গচ্ছিত দ্রব্য তা'র স্বত্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করবে এবং তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর্বা কালে ন্যায়ানুসারে বিচার কার্য ক'রে যাবে[১২]।

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও পরোপকার এবং স্বজনদেরকে দানের আদেশ দিচ্ছেন এবং অশ্লীল, অবৈধ ও বিদ্রোহের কাজ (করতে) নিষেধ করছে[১৩]।"

"তোমরা সাক্ষ্য দান ব্যাপারে আল্লাহর নিমিত্ত সত্য সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হও—যেন কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা হতে ভ্রষ্ট করতে নাপারে। হে মানব সমাজ, ন্যায়াচরণ অবলম্বন কর, উহা ধর্ম্মপরায়ণতার বিশেষ নিদর্শন" [১৪]।

"যা'রা সংযমশীল এবং পরোপকারী, নিশ্চয় আল্লাহ তা'দের সঙ্গে থাকেন"[১৫]।

"তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং অবৈধ উপায়ে মানুষের ধনৈশ্বর্য্য গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারপতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করোনা"[১৬]।

"বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন সর্ববিধ পাপাচার পরিহার কর"।[১৭]

"আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল ক্রীয়া সমূহ, যাবতীয় পাপাচার ও অন্যায় বিদ্রোহাচরণ, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন[১৮]।"

"হে মুছলিম সমাজ, তোমরা নিজেদের মধ্যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করবেনা, কারণ সম্ভবতঃ নিন্দিত দল নিন্দাকারী দল হ'তে উৎকৃষ্ট হ'তে পারে। এবং তোমাদের কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন স্ত্রীলোককে উপহাস করবেনা, সম্ভবতঃ নিন্দিতা মেয়েলোকগুলি নিন্দাকারিণী মেয়েদের চাইতে উত্তম হ'তে পারে"[১৯]। এই ধরনের বহু উপদেশাবলী প্রদান ও প্রচারের মাধ্যমে মুছলিম মুবাল্লেগীণ ও প্রচারকমণ্ডলী জগৎ মাঝে ইছলাম ধর্ম প্রচার ক'রে যাচ্ছেন।

যুক্তি তর্ক এবং জ্ঞান ও বিবেক এই সকল মহা-বাণী হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতে পারেনা। কারণ জগৎ যখন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ানুগ সাম্যবাদের অভাবে শতধাবিচ্ছিন্ন ছিল, নিপীড়িত মানব সমাজ যখন জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত ঘৃণা এবং অহেতুক তাচ্ছিল্য ও উৎপীড়নে জর্জরিত হচ্ছিল, তখন এই প্রচারক সম্প্রদায়ই বিশ্বমানব সমাজকে উদারতার এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—

ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم
عند الله اتقاكم

"হে মানব জাতি! বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, তোমাদের মধ্যে যে বেশী পুণ্যবান, আল্লাহর নিকট সে তত বেশী মর্যদাশীল[২০]।"

[৯] ছুরা বানীইস্রাইল ২৩ আয়াত
[১০] ছুরা আলফতাহ ২৯ আঃ
[১১] ছুরা আল বাকারাহ ২৭৪ আঃ
[১২] ছুরা আননিছা ৫৮ আঃ
[১৩] ছুরা আন্-নহল ৯০ আঃ
[১৪] ছুরা আল্ মায়েদা ৮ আঃ
[১৫] ছুরা আন্নহল ১২৮ আঃ
[১৬] ছুরা বাকারাহ ১৮৮ আঃ
[১৭] ছুরা আল্-আনআম ১২১ আঃ
[১৮] ছুরা আল্-আরাফ ৩৩ আঃ
[১৯] ছুরা হুজ্রাত ১১ আঃ
[২০] ছুরা হুজরাত ১৩ আঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই অমূল্য উপদেশবাণীর সারমর্ম এই যে, হে মুছলিম সমাজ, তোমরা একে অপরের উপর জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত ও বর্ণগত কারণে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারনা। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে একমাত্র সৎকর্মশীলতার সাহায্যে। ইছলাম ধর্মের প্রচারকগণ অবজ্ঞাত-অভিজাত বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জগতবাসীকে সাদরে ইছলামের ভ্রাতৃমণ্ডলীভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

তৌহিদেই এ আহ্বানের সূচনা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এর বিকাশ, সেবাব্রত এর সাধনা এবং বিভু-প্রেম লাভ এর পরিণতি। এ আহ্বান অতি প্রিয়, অতি মধুর।

যে কর্ম বিভু-প্রেম বৃদ্ধি করে, যেকর্ম আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মিলিত করে, যে কর্ম পাপে ঘৃণা জন্মায়, যেকর্ম মানবের কল্যাণ বৃদ্ধি করে, এ আহ্বানে আছে সেই শক্তি, সেই মাধুর্য—সেই আকর্ষণ। এ হেন সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর এবং পূর্ণ পরিণত আদর্শ প্রচার নীতির ফলেই দীন ইছলাম নিখিল বিশ্বের দিকে দিকে দেশ হ'তে দেশান্তরে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী ইছলাম বিস্তারে কোন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার শাণিত কৃপাণের সম্পর্ক ছিলনা, ইহা ঐতিহাসিক মহা সত্য। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ইছলামের প্রচারকমণ্ডলী একমাত্র স্বীয় উদারতা, মহানুভবতা, সহনশীলতা ও নৈতিকতার বলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে ইছলামে দীক্ষিত করেছেন, যা'র ফলে স্বল্পসংখ্যক ঈমানের তেজে বলীয়ান মুছলমানের প্রচারে পাক-ভারতের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী—মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ইছলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলো—পরবর্তী কালে যাদের সংখ্যা দশ কোটীরও অধিকে পরিণত হয়। ইহা কি শান্তির ধর্ম ইসলামের শান্তিময় প্রচার মহিমার চরম সাফল্য নয়?

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রে থাকেন যে, সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রচার নীতির দ্বারাই জগতে ইছলামের বিস্তার সাধিত হয়েছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক আর্নল্ড সাহেব বহু গবেষণার পর বলেছেন—"প্রথম হ'তেই ইছলাম প্রচারমূলক ধর্ম, প্রচারের ফলে লোকের অন্তর আকৃষ্ট হয়, তাদেরকে স্বমতে আনয়ন করা এবং বিশ্বাসীগণকে সমপর্যায়ভুক্ত ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করাই ইছলামের লক্ষ্য। ইছলামের এই নীতি পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ ভাবে চলে আসছে[২১]"।

ইছলামের যে উদারনীতি সত্যানুরাগী মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছে, বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমানে মুছলমান সমাজে উক্ত উদারতার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আজ মুছলিম সমাজের কলহ দ্বন্দ্বের শেষনাই। বর্তমান মুছলিম সমাজের যে অবস্থা, তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে ইসলামে আকর্ষণ করা ত' দূরের কথা, একই ইছলাম ধর্মের অনুসারী এক ভাই অন্য ভাইকে নিজেদের খুশী খেয়াল মত 'কাফের' 'বিধর্মী' "বেঈমান" ইত্যাদি বলে মুসলিম গণ্ডী থেকে বের করে দিতে কসুর করেনা। ইহা নিতান্ত পীড়াদায়ক ও লজ্জাকর ব্যাপার।

হায়! উদার নীতির অভাবে আজ মুসলমান সমাজের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে—হিংসার বসে তাদের মানসিকতা কত নীচে নেবে গেছে!

ইছলামের প্রচার নীতিতে যে আদর্শ নিহিত রয়েছে তা'তে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে বিশ্ববাসীকে এক ও অখণ্ড মিলনের সাগর তীর্থে, একই প্ল্যাটফর্মে—একই মিলনায়তনে একত্রিত করার সুমহান প্রেরণা পাওয়া যায়। কোরআন মজিদে বিঘোষিত হয়েছে:

قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيأ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

"বলুন হে নবী (দঃ), ওহে গ্রন্থধারীগণ, এস আমরা সকলে মিলে এমন এক বিধানের উপর একত্রিত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান—যেন আমরা সকলে মিলে একমাত্র একক আল্লাহর উপাসনা করি এবং তাঁর সহিত অপর কাউকে

[২১] The Preaching of Islam P. 44.

www.ahlehadeethbd.org

তওহীদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভাষণ ঃ মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কলকত্তাবী

অনুলিখন ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

(বিগত ১৪ই জানুয়ারী নাজিরা বাজার চৌরাস্তায় বিপুল সমাবেশে মনাজেরে ইসলাম ও মুফাসসেরে কোরআন মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কলকত্তাবী উর্দুতে যে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন, উহা সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুলিখিত হয়, সামান্য রদবদল সহ উহা তর্জুমানে প্রকাশিত হইল।)

আরবের কাফের, ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাদের কি ভাবে লা-জওয়াব করে দিয়েছিলেন ইতিপূর্বে দুই বক্তৃতায় আমি তার উল্লেখ করেছি।

রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত তাদের ঝগড়া ছিল আল্লাহ শব্দের তাৎপর্য নিয়ে! ইসলামে আল্লাহ এমন এক সত্তার নাম যাঁর অস্তিত্ব ওয়াজেব। আরশ থেকে জমিন পর্যন্ত আর যা কিছু আছে সেগুলো সব মুমকেনাত। এ সবের অস্তিত্ব সম্ভাবিত কিন্তু ওয়াজেব নয় অর্থাৎ হতেই হবে এমন নয়। একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন ওয়াজেবুল ওজুদ, তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি কদীম।

ধরুন রসূলুল্লাহর (দঃ) অস্তিত্বের কথা। তিনি কি পূর্বে ছিলেন? এখন আছেন? না, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর এন্তেকাল করেছেন।

কিন্তু আল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি মৃত্যু মুখেও পতিত হবেন না। তাঁর জন্ম নেই—মৃত্যুও নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী—তিনি কাদিম, তিনি প্রথম থেকে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

মানুষের ভুল হয়, নবীদেরও ভুল হয়। কিন্তু আল্লাহর কোন ভুল নেই—ভ্রান্তি নেই। আদমের কথা স্মরণ করুন।

আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের সেজদা করতে বললেন, ফেরেশতারা নূরের সৃষ্টি আল্লাহর হুকুমে তাঁর আদেশ মান্য করার জন্য আদমকে তারা সেজদা করলেন। তাই বলে কি মাটির মানুষ অপর মাটির মানুষকে সেজদা করতে পারবে? না, কখনই না। আমি বলি, মানুষ তাজিমী সেজদাও করতে পারবে না, আগে ফেরেশতা হও, আল্লাহর হুকুম হোক তারপর সেজদা করো। তার পূর্বে নয়। মনে রাখবেন, কেয়াস অনেক সময়ই বিভ্রান্তকর হয়।

অতঃপর শুনুন, আল্লাহর বাণী ঃ

يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী বাস কর এই বেহেশ্‌তে এবং খাও যা তোমাদের মন চায় কিন্তু সাবধান এই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের নিকটবর্তীও হইও না যদি হও তা হলে তোমরা জালেমগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু শয়তান তাদিগকে বিভ্রান্ত করল। খোদার নিষেধের উল্টা অর্থ তাদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদিগকে ধোকায় ফেলল, তারপর তারা যখন

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما

নিষিদ্ধ বৃক্ষ-ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তাদের শরমগাহ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বেহেশ্‌তের বড় বড় পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থল তারা ঢাকতে লাগল।

আল্লাহ তখন ডেকে বললেন, ওহে আদম—এ কী করলে? আমি কি তোমাদিগকে উক্ত বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করি নাই?

আদম বুঝতে পারল সে ভুল করেছে—তখন

অংশীদার না করি, এবং আমাদের কেহ যেন একে অপরকে প্রভু রূপে গ্রহণ না করে"[২২]।

ইসলাম মিলনের ভিত্তিকে যখন এতটা উদার এবং প্রশস্ত করে রেখেছে, তখন নিজেদের মধ্যে ছোটখাট বিষয় নিয়ে কাঁদা ছুড়াছুড়ি এবং পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অথবা উপেক্ষার চোখে দেখার সঙ্কীর্ণ মানসিকতা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

[২২] ছুরা আলে ইমরান ৬৪ আঃ

www.ahlehadeethbd.org

অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর শিখান বাণীতে এই ভাবে মার্জনা চাইল—

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

হে আমাদের প্রভু, আমাদের নিজেদের উপর আমরা জুল্‌ম ক'রে ফেলেছি—যদি তুমি আমাদের মার্জনা না কর এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, মানব জাতির আদি পিতা আদম ভুল করলেন এবং তাঁর বংশধররাও ভুল করছে, কিন্তু আল্লাহর কখনও ভুল হয়না তিনি নির্ভুল, অভ্রান্ত।

তারপর শুনুন। মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীতে এল। নবুওতের সেলসেলা জারি হ'ল। সব পয়গাম্বরের কথা বলা সম্ভবপর হবেনা। মূসার (আঃ) কথা বল্‌ছি—অতুলনীয় মূসা (আঃ) মোহাম্মদ (দঃ) ছাড়া যার দ্বিতীয় কোন তুলনা নেই। এই মূসার ফযিলত সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন,

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله

এইসব রসুল ইহাদের কতকের উপর আমি কতকের ফযিলত বর্ধিত করেছি, তাদের মধ্যে এক জন যিনি আল্লাহর সঙ্গে (সাক্ষাৎ ভাবে) কথা বলেছেন।

সব মুসলমান জানে তুর পাহাড়ে কোন্ রসুলের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছিলেন। আল্লাহ অন্যত্র পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন।

كلم الله موسى تكليما

আল্লাহ তা'লা মূছার (আঃ) সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন।

সেই এত বড় ফযিলত-ধন্য মূসা একদিন খোৎবা দিচ্ছিলেন, সে খোৎবা এত সুন্দর এত হৃদয়গ্রাহী এত আকর্ষণীয় হয়েছিল যে, তা শুনে শ্রোতাদের ভিতর একজন মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেও জগতে আছে কি? হযরত মূসা (আঃ) উত্তর করলেন—নাই। ফখর ও অহঙ্কার ক'রে নয় বরং তাঁর নিকট আল্লাহর ওহি আস্‌ত বলে তিনি সেই নেয়ামতের অধিকারে বলেছিলেন, তাঁর চেয়ে বড় অধিক জ্ঞানী আর কেও নেই। কিন্তু তার উত্তর শুনে আল্লাহ নারায হলেন। তিনি বল্‌লেন, মূসা, তুমি কি সমস্ত দুনিয়া দেখেছ? যাও আমার এক বান্দা আছে। দুই দরিয়া যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখানে দেখ্‌তে পাবে তোমার চেয়ে বড় আলেম একজন আছেন।

মূসা (আঃ) বল্‌লেন, আমি কেমন করে তার মুলাকাত করব? আল্লাহ বল্‌লেন, একটা মৎস্য সঙ্গে লও। ঝুলায় একটি মৎস্য মূসা (আঃ) নিয়ে চল্‌লেন। চলতে চলতে এক জায়গায় পাথরের নিকটে মূসা (আঃ) নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথী ও শিষ্য ইউসা জাগ্রত রইলেন। দুই দরিয়ার মিলন স্থলে পানির যেখানে গর্জন চল্‌ছিল। পানির ছিটা ঝুলার মাছে লেগে মাছ জীবন্ত হয়ে উঠ্‌ল এবং লাফিয়ে পানিতে চলে গেল। মূসা ঘুম থেকে উঠে বল্‌লেন, চল, শীঘ্র চল। দু'জনেই ফের চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাদের ক্ষুধা পেয়ে গেল। মূসা জানতে পারেন নাই যে, মাছ নেই। শাগরেদদেরও খেয়াল নেই যে, মাছ নেই। মূসা বল্‌লেন, নাশতার জন্য সেই মাছ লও, শাগরেদদের তখন খেয়াল হ'ল সে মাছ তো নেই, মাছ তো চলে গেছে। মূসা তখন বললেন, ঐ তো ছিল আমাদের লক্ষ্য স্থল! ফিরে চল ফের সেখানে। আমার বক্তব্য বিষয় এই যে, হাতে ঝোলা সেই ঝোলাতে ছিল মাছ—সে মাছ যে আর সেখানে নেই মূসা এত বড় নবী হয়েও সে সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নয় এবং তার শিষ্য ইউশা নবী তারও খেয়াল নেই! কারণ নবীরা সর্বজ্ঞ নন, শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে—মানুষ তিনি, যত বড় নবী এবং রসুলই হোন না কেন ভুল থেকে মুক্ত নন। কিন্তু আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কস্মিন কালেও ভুল হয়না—ভুল তাকে কখনই স্পর্শ করতে পারেনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এখন আসুন মানব-মুকুট নবী সম্রাট সাইয়েদুস্ সাকালাইন মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) কথায়। দুনিয়ার সব চাইতে বড় সত্বা রসূলুল্লাহ (দঃ)। তাঁর চাইতে বড় কেও হয়নাই, কেউ হবেও না। কিন্তু সে সত্বেও তিনি আল্লাহ ছিলেন না, ছিলেন আল্লাহরই এক বিশ্বস্ত বান্দা।

কোন কোন বিভ্রান্ত লোক বলে থাকে, আহাদ আর আহমদ এর পার্থক্য শুধু এক মীমের পরদা আসলে দুই বস্তু এক (নায়ুজু বিল্লাহ, ছুম্মা নায়ুজু বিল্লাহ)।

আমি মনতেকের ছাত্র এবং মনতেকের পাঠক। মনতেকের কথা বলছি। মানুষ আর গাধা দুইই হায়ওয়ান। এই দুই হায়ওয়ানের মধ্যে কোন্ জিনিষ গাধা থেকে মানুষকে পৃথক করে দিল? (শ্রোতাদের ভিতর থেকে উত্তরঃ—কথা বলার শক্তি) হাঁ এই কথা বলার শক্তি আছে বলেই মানুষ মানুষ—আর তা নেই বলেই গাধা—গাধা। ঠিক সেই রকম মীম নাই বলেই আল্লাহ আহাদ, আর মীমের অস্তিত্বের জন্যই রসূলুল্লাহ আহমদ। দুই বস্তু এক নয়—সম্পূর্ণ পৃথক

রসূলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত মানব মণ্ডলীর এমন কি দানবগোষ্টির নবী ও রসূল, রহবর ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। যে সত্বেও তিনি ছিলেন একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে আদমের সন্তানরূপে তাঁরও ভুল হতো। সেই ভুলের একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। একদা নামাযে (জোহর কিম্বা আসর) তিনি ভুলক্রমে দুইরাকাত পড়ে নামাজ শেষ করলেন। অনেক লোক নামাজ শেষ হওয়ায় বের হয়ে গেল। জুল ইয়াদাইন নামক এক সাহাবী হুজুরের নিকট গিয়ে এই গুযশারে পেশ করলেন। নামাজ কি সংক্ষেপিত হয়েছে, না, আপনার ভুল হয়ে গেছে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বললেন, না, لم انس ولم تقصر আমার ভুল ও হয় নাই, নামাজও কম করা হয় নাই। ছাহাবী আরজ করলেন, হুজুর, গোলমাল একটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) আর সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, জুল ইয়াদাইন কি ঠিক কথা বল্‌ছে? তাঁরা বললেন; জি হাঁ, ঠিকই বলছে। রসূলুল্লাহ তখন বাকী দুই রাকায়াত পড়ে নিলেন এবং সেজদায় সহ্‌ও করলেন। তার পর লোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন।

انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى

আমি তোমাদের মতই মানুষ, তেমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমনি ভুল হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আমি ভুল করে বসি তখন আমাকে স্বরন করিয়ে দিও।

সুতরাং হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হল যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন না। পক্ষান্তরে কোরআন ঘোষণা করছে।

وما كان ربك نسيا

এবং তোমার প্রভু কখনও ভুল করেন না।

আল্লাহ সমস্ত প্রশংসনীয় গুনের আকর। আল্লাহ শব্দের তাৎপর্য অন্য কিছুতেই পাওয়া যায়না। ফেরেশতা, জিন, আম্বিয়া, ওলি আওলিয়ার ভিতর আল্লাহর খাস গুণ সমূহ মিলবে না। এই হচ্ছে তওহিদ সমগ্র কোরআন এই তওহিদের শিক্ষায় ভরপুর।

www.ahlehadeethbd.org

শাহ ইসমাঈল শহীদ রঃ ও তদীয় তফসীর আ'যামুত্তাফাসীর

—অধ্যাপক আদম উদ্দীন এম, এ

আল্লামা শাহ ইসমাঈল ১২ই রবিউলআউওয়াল ১১৯৩ হিজরী ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বিখ্যাত শাহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত শাহ ওলীউল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত শাহ আবদুল গণী তাঁহার পিতা ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি তাঁহার চাচা শাহ আবদুল কাদির (১২৪২ হিঃ) কর্তৃক প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে শাহ ইসমাঈল পুথিগত শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি শরীর চর্চা করিতে বিশেষতঃ যমুনায় সাঁতার দিতে খুবই ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার জন্য যথাসময়ে একজন বড় আলেম হইয়াছিলেন।

তৎকালে পাক-ভারতীয় মুসলিমগণের মধ্যে শির্ক ও বিদআতের প্রাবল্য দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হন। তিনি যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভীকভাবে খাঁটি ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ইহাতে তৎকালীন বিদআতপরস্ত পীর ও মোল্লাগণ তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইবে মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কারক সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ আহমদের ইসলাম-প্রীতি তাঁহার প্রশংসা লাভ করে এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার অন্যতম অনুসারী হন।

১২৩৬ হিজরী (১৮২১ খৃঃ) ইঁহারা মক্কায় হজ্জ করিতে যান এবং ১২৩৭ হিঃ তথায় গিয়াছেন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস তথায় অবস্থান করতঃ ন্যূনাধিক দুই বৎসর পর তাঁহারা পাক-ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ইস্‌লাম প্রচারে ব্রতী হন। বহু লোককে তাঁহারা শির্ক বিদ্‌আত হইতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন। শাহ ঈসমাঈলের এই কৃতকার্যতায় ব্যবসায়ী বিদ্‌আতী মোল্লাগণ ক্ষেপিয়া গেল ও তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা, কুৎসা ও দুর্নাম রটনা করিতে থাকে। কারণ তাহাদের ভয় হইল যে, সত্য প্রচারের ফলে হয়ত জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের আর প্রতিপত্তি থাকিবেনা। কিন্তু সত্য জয়ী হইল এবং তাহারা নীরব হইতে বাধ্য হইল।

এই সময় শিখগণ পাঞ্জাব ও সীমান্ত অধিকার করিয়া মুসলিমগণের উপর ভীষণ নির্যাতন চালাইতে থাকে। তাহারা লাহোরের শাহী মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত করে।

এই সমস্ত অবলোকন করিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিখদের বিরুদ্ধে (১২৪৩ হিঃ ১৮২৭ খৃঃ) জিহাদ ঘোষণা করেন। পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাঁহাদের বহু সংখ্যক অনুসরণকারী আসিয়া এই জিহাদে যোগদান করিলেন। তাঁহারা রণজিত সিংহের অধীনে শিখগণকে পেশোয়ার হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে একটি ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরোধী বিদআতী মুসলিমগণ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্ররোচণায় গোঁড়া পাঠানগণ বিদ্রোহী হইল এবং এই নূতন ইসলামী হুকুমতের সমস্ত কর্মচারীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহা মুজাহিদগণের অগ্রগতিতে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই বিপদে অধৈর্য না হইয়া এই চরম সাহসী মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি যুদ্ধে শিখগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহারা পাঞ্জাবের বালাকোট নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে চরম সাহসিকতা ও বীরত্বের সহিত বহুগুণ বিরাট শিখ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরী মুতাবেক ১৮৩১ খৃঃ অন্যান্য বহু সঙ্গীর সহিত শাহ ইসমাঈল ও সৈয়দ আহমদ বেরেলবী উভয়েই শাহাদত লাভ করেন।

মাওলানা শাহ ইসমাঈল শাহীদ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেনঃ ১। রিসালাতুল ফিক্‌হ উসূলে ফিকহের একখানি গ্রন্থ। ২। মনসবে ইমামত। ইমামত বা নেতৃত্ব সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ৩। তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান। ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধীয় একখানি উর্দু গ্রন্থ। গ্রন্থখানি দৃষ্টে মনে হয় ইহা তাঁহার একখানি বিরাট গ্রন্থের পরিকল্পনা মাত্র। তথাপি ইহা পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবেও অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থখানি ১২৩ হিজরীতে মীর শাহাদত আলী কর্তৃক ছাপা হয়। ৪। আবাকাত, ইহাতে তিনি সুফী মতবাদের আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। ৫। অস্‌-সিরাতুল মুস্তাকীম, ইহা ফারসী ভাষায় ইসলামী তত্ত্বের একখানি গ্রন্থ। ইহা উর্দুতে অনুদিত হইয়াছে। ৬। আ'যামুত্তাফাসীর বা বৃহত্তম তফসীর। ইহা উর্দু ভাষায় কুরআর মজীদের একখানা বিরাট তফসীর। গ্রন্থখানি ১২৪৬ হিজরীতে সমাপ্ত হয়।

ইহা একখানি বিরাট ও বিশদ তফসীর। এখানি বহু বৈশিষ্ট পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাকে আবু হাইয়ান (৭৪৫ হিঃ) এর তফসীর বাহরুল মুহীতের উরদু অনুবাদ, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর (৬০৬ হিঃ) তফসীর কবীর, সুফী তফসীর-কারকদের সুফী তফসীর, ইবনে জরীর তাবারীর তফসীর, বায়জাভীর (৬৯২ হিঃ) তফসীর এবং আবুল ফায়য ফায়যীর (১০০৪ হিঃ) তফসীর, প্রভৃতির উর্দু অনুবাদের সমাবেশ বলা যাইতে পারে। এই তফসীরে তাঁহার কোরআনের ব্যাকারণগত ও আলঙ্কারিক আলোচনা পাঠ করিলে তাঁহাকে হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর খলীল ও সীবাওয়াইহ্‌ বলিয়া মনে হয়। কোরআনের বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় উভয় পক্ষের বক্তব্য উল্লেখ করতঃ স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি بسم الله الرحمن الرحيم সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন,

১। ب অক্ষরের ব্যাকরণগত স্থান ২। اسم শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক। এসম্বন্ধে কুফী ও বসরী সম্প্রদায়ের প্রমাণ সমূহ উল্লেখ করিয়াছেন ৩। এবিষয়ে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত। ৪। بسم الله الرحمن الرحيم লিখিতে ب কে লম্বা করিয়া লিখিবার কারণ ৫। الله শব্দটি

www.ahlehadeethbd.org

ব্যুৎপত্তিগত হওয়া ও না হওয়া সম্বন্ধে বিতর্ক ৬। ইহার ব্যুৎপত্তিগত হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তিগত বিতর্কও প্রমাণ। ৭। এবিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি। رحمن ও رحيم শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি, অর্থ এবং তাৎপর্য। ৯. بسم الله الرحمن الرحيم এর শানে নযুল। ১০। ইহার সূরাহ ফাতিহার অন্যতম আয়াত হওয়া সম্বন্ধে বিতর্ক। ১১। বিতর্কে পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি ও খণ্ডন। ১২। بسمله পাঠ এর পুণ্য। ১৩। উহার বৈশিষ্ট বা গুণাগুণ। ১৪। بسمله সম্বন্ধীয় অন্যান্য সুক্ষ্ম আলোচনা। ১৫। আবুল ফায়য ফায়যীর (১০০৪ হিঃ) سواطع الالهام সাওয়াতিউল ইলহাম নামক নুক্তা বিহীন তফসীরের অনুরূপ অংশ ও উহার উর্দু অনুবাদ।

এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট এই যে, গ্রন্থকার ইহাতে কোরআনের প্রতি আয়াতের ২টি ফারসী ও ২টি উর্দু মোট ৪টি অনুবাদ দিয়াছেন।

কোরআনের অন্যান্য অংশের তফসীরে তিনি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন।

আয়াত উধৃত করতঃ (১) উপরিউক্ত প্রকারের চারিটী অনুবাদ। ২। (ক) শব্দের বুৎপত্তিগত ও ব্যাকরণগত আলোচনা (খ) আয়াতের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ। ৩। শানে নযুল। ৪। তফসীর, ৫। আলোচ্য আয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়। ৬। আলোচ্য আয়াত হইতে গৃহীত মাসআলা মাসায়েল। ৭। نكات অর্থাৎ আয়াতের সূফী মতানুযায়ী আলোচ্য বিষয়গুলি। ৮। আবুল ফায়য-ফায়যীর অনুরূপ অংশ ও উহার উর্দু অনুবাদ।

গ্রন্থখানি ১৩১২ হিজরীতে দিল্লীতে ছাপা হইয়াছিল। ইহার এক খণ্ড হায়দরাবাদ (দাক্ষিনাত্য) আসিফিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

দ্রঃ ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম ২য় খণ্ড ৫৪৯ পৃঃ; হায়দরাবাদ (দাক্ষিনাত্য) আসিফিয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগ ৪র্থ খণ্ড ২১৮ পৃঃ; তায-কিরাতে উলামায়ে হিন্দ ৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কৃচ্ছ্র-সাধনার আহ্বান

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

সুদীর্ঘ একাদশ মাস ব্যাপী অহরহ চর্বচূষ্যলেহ্যপেয় ভুরিভোজনে অর্জিত পাপ ও তাপে বিদগ্ধ মানব-সন্তানকে বিশ্বপ্রভুর অফুরন্ত করুণারাশি বিতরণের শুভ-বার্তা, করুণাময় কৃপানিধানের বিশ্বব্যাপী রহমতের পীযুষ ধারায় স্নাত করার মহাপয়গাম, প্রকৃতিকে ভশীভূত, ভোগ-লিপ্সাকে সংযত, সবুর ও মওয়াসাত, ধৈর্য ও তিতিক্ষা, সহানুভূতি ও সহনশীলতা এবং আত্ম-শুদ্ধি ও সংযমের আকুল আহ্বান বহন করিয়া প্রতিবারের ন্যায় এবারও শুভাগমন করিতেছে মাহে-রমাযানুল মোবারক। মহিমান্বিত, অতীব সমৃদ্ধশালী ও মহাপবিত্র এই মাস।

পাক-ভারতের শিক্ষাগুরু হযরত শাহ অলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর (রহঃ) ভাষায় "দেবত্ব ও পশুত্বের সমাবেশ স্থল মানব-সন্তান"। দিবানিশি ভুরিভোজন ও প্রবৃত্তি পরায়ণতার দ্বারা যখন তাহার পশুত্বরূপী বিশেষণের প্রাবাল্য ও প্রাধান্য ঘটে তখন সে হয় পশু তুল্য বরং পশুর চাইতেও অধম। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তিকে সংযত, পশুত্বকে অবনমিত এবং দেবগুণের উৎকর্ষতা সাধন করিয়া মানুষ বিশ্বপ্রভু আল্লাহর সান্নিধ্যে সদা অবস্থানকারী স্বর্গীয় দূত—ফেরেশ্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর আসনে পৌঁছিতে পারে, এমন কি ফেরেশতা-দের সিজ্দা লাভের অধিকারী হইতেও সক্ষম হয়। অতএব মানব চরিত্রকে পশুত্বমুক্ত করতঃ তাহার দেব-ত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন নিবন্ধন সংযম সাধনার প্রয়ো-জনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই স্বভাব ধর্ম ইস্লাম মু'মিনের আত্ম শুদ্ধির দ্বারা তাহার দেবত্বের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অন্যান্য বহুবিধ ব্যবস্থার সহিত এই মহিমান্বিত ও পবিত্র মাসে কৃচ্ছ্র-সাধনা বা উপবাসব্রত পালনের মহৎ ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিয়াছে। বৎসরের সুদীর্ঘ এগার মাস ধরিয়া ভুরিভোজন করিতে করিতে যখন পশুত্বের প্রাধান্য মাথা চাড়া দিয়া উঠে, আধ্যাত্মিকতা নির্মমভাবে কুন্ঠিত ও শ্বাশরুদ্ধ হইয়া পড়ে তখনই আবশ্যক হয় রমযানের সংযম সাধনার।

ইসলামের এই সংযম সাধনা প্রাচীন জাতিসমূহের উপবাস ব্রতের ন্যায় সংকীর্ণতাপূর্ণ নহে। বরং উহা একটি উৎকৃষ্টতম সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হই-য়াছে। ইসলামের এই কৃচ্ছ্র-সাধনা বা রোযা বনি-ইসরাঈলগণের ন্যায় ক্ষমা-প্রার্থনা দিবস পালনের জন্য অথবা কতিপয় দুঃখময় ঘটনাবলীকে চিরস্মরণীয় করার নিমিত্ত প্রতিপালিত হয়নাই। খৃষ্টানগণের দ্বারা প্রতি-পালিত উপবাস ব্রতের সহিত ইহার মৌলিক ও প্রকৃতিগত কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের ন্যায় উহা বিধবার একাদশীতেও পরিণত হয়নাই!

ইসলাম ধর্ম ছওম বা রোযাকে সার্বজনীনতার উদার ও কঠোর রূপ প্রদান করিয়াছে। ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে ঘোষণা করিয়া উহাকে সর্বশ্রেণীর প্রতি অবশ্যম্ভাবী ফর্য করিয়াছে। উপরন্ত উহাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া নির্ধারিত করিয়া মুসলিম সমাজকে উহার জন্য উদ্বুদ্ধ করতঃ সেই ক্লেশ-সাপেক্ষ অনুষ্ঠানটিকে ইসলাম চরম মহিমা প্রদান করিয়াছে। আলকুরআন ঘোষণা করিয়াছে, দেখ, মুস- كتب عليكم الصيام كما
লিম সমাজ! তোমা- كتب على الذين من
দের পূর্ববর্তীদের ন্যায় قبلكم لعلكم تتقون
তোমাদের প্রতিও সিয়ামের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাতে তোমরা সংযত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হও।—(২ঃ ১৮৩)।

পুনশ্চ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা অধিক সংযম- ان اكرمكم عند الله
শীল তাহারাই আল্লা- اتقاكم
হর নিকট অধিক সম্মানীয়। (৪৯ঃ ১৩)।

www.ahlehadeethbd.org

রমযানের বৈশিষ্ট ও মাহাত্ম্য

দিশাহারা পথভ্রষ্ট মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপথে পরিচালিত করার নিমিত্ত; কল্পনা-বিলাসিতা, গতানুগতিকতা ও স্বার্থপরতার অমঙ্গলজনক পরিণতি হইতে ত্রাণকর্তারূপে এবং সত্য ও মিথ্যা, দোষ ও গুণ, অত্যাচার ও অবিচার ন্যায় ও অন্যায়ের জগাখিচুড়ি ও গোঁজামিল দ্বারা কিংকর্তব্যমিমূঢ় জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ দানের উদ্দেশ্যে যে মহিমান্বিত, রুহ্-সাদৃশ্য ফোরকান পথহারা বিশ্বমানবের ভাগ্যাকাশে শুভ-প্রভাতের সূর্যরূপে উদিত হইয়াছিল তাহা এই রমযান মাসেরই একটি মহিয়সী রজনীতে সংঘটিত হইয়াছিল। রসূলুল্লাহর (দঃ) দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের প্রাণান্তকর সাধনা এই মোবারক মাসেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই রমযান মাস অতি পবিত্র, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।

আল্‌কুরআন ঘোষণা করিয়াছে, ইহা পবিত্র রমাযান মাস যাহাতে আল্‌কুরআন বিশ্বমানবের দিকদিশারীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। যাহাতে সঠিক পথের নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান এবং যাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদকারী। (২ঃ ১৮৫)

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

সূরত আলকদরে বলা হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা পবিত্র কুরআনকে কদর-রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি। এই মহিয়সী রজনী সম্বন্ধে অবহিত আছ কি? উহা সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। ৯৭ঃ ৩)

انا انزلناه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر

বুখারী মুসলিম হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ(দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, রমযানের শুভাগমন ঘটিলেই আকাশের দ্বারসমূহ —অপর সূত্রে বেহেশ্‌তের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত এবং জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হয় — وسلسلت الشياطين

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم

আর (দানব জাতীয়) শয়তানগুলিকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। অপর বর্ণনাতে —রহমতের দরজাগুলি উন্মোচিত হয়[১]।

فتحت ابواب الرحمة

তিরমিযী ও ইবনে মাজা কর্তৃক আবু হুরায়রা প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, শয়তান ও দুষ্ট জিনদিগকে শৃঙ্খলিত এবং নরকের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর (মাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) কোন দরজা উদ্‌ঘাটিত হয় না। পক্ষান্তরে বেহেশ্‌তের দ্বারসমূহ উদঘাটিত হয় এবং মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা রুদ্ধ করা হয় না। উহাতে অহরহ বিঘোষিত হইতে থাকে, হে পুণ্য ও কল্যাণ অভিলাষীগণ অগ্রসর হও (এবং রমযানের অফুরন্ত করুণারাশি ও কল্যাণ দ্বারা নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকর) এবং ওহে অসদাচারীর দল নিবৃত থাক, সংযত হও আর পাপাচার পরিহার করিয়া চল, (হইতে পারে উহার বরকতে তোমরাও পাপ-মুক্ত হইয়া সদাচারশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পার[২]।

فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر

আহমদ ও নাসায়ী আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমাদের নিকট পবিত্র রমযান সমাগত, মোবারক এই মাস। মহিমান্বিত আল্লাহ উহার সিয়ামকে তোমাদের প্রতি ফরয করিয়াছেন। উহাতে আকাশের দ্বার সমূহ উদঘাটিত, দোযখের তোরণগুলি রুদ্ধ এবং দুষ্ট শয়তানগণকে শৃঙ্খলিত করা হয়। উক্ত মাসের একটি তামস রজনী আল্লাহর নিকট সহস্র-মাস অপেক্ষা উত্তম। অতএব যেব্যক্তি উহার পুণ্য

اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عزوجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغلق فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم

১) বুখারী (১) ২৫৫পৃঃ, মুসলিম ৩৪৬পৃঃ ও মিশকাত ১৭৩ পৃষ্ঠা।
২) তিরমিযী ৮৬ পৃঃ ইবনে মাজাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইল সে সমূহকল্যাণ হইতেই বঞ্চিত রহিল[১]।

বয়হকী হযরত ছলমান ফার্সীর (রাযিঃ) বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) ঐতিহাসিক ভাষণটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হযরত (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, জনমণ্ডলী, একটি মহান মাস তোমাদের নিকট সমুপস্থিত; অতি সমৃদ্ধশালী এই মাস, উহার একটি রজনী (শবেকদর) সহস্র মাসাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আল্লাহ এই মাসের রোযাকে ফরয

ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة قيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه.....

করিয়াছেন এবং উহার রজনীর নৈশএবাদতকে বাঞ্ছিত নফলে পরিণত করিয়াছেন। যেব্যক্তি উহাতে কোন নফল কার্য সম্পাদন করিবে, অন্য মাসের ফর্য তুল্য পুণ্য লাভ করিবে আর যে উহাতে একটি ফরযকার্য সম্পন্ন করিবে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয সমাধাতুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। ইহা ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের ছওয়াব বেহেশ্‌ত। ইহা সহানুভূতির মাস, ইহাতে মু'মিনদের রিয্‌ক বর্দ্ধিত হয়। উপসংহারে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, উহার প্রথম দশকে আল্লাহর রহমত বিকীর্ণ, মধ্যম দশকে ক্ষমা বিতরিত এবং শেষ দশকে নরকের বন্দীদিগকে—নরকোপযোগী পাপী তাপীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়া থাকে[২]।

রমযানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে পারিবেনা যতক্ষণ না রমযান যে সাধনার পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাতে সিদ্ধি-লাভে অগ্রসর হইবে। ঔষধ যতই উপকারী ও ফলদায়ক হউক না কেন উহার যথাযথ ব্যবহার না করা পর্যন্ত যেমন উহা রোগীর কোন উপকার করেনা, শীতবস্ত্র প্রচুর থাকা সত্বেও উহার দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত না করা পর্যন্ত যেমন উহাতে শীত নিবারণ হয় না ঠিক তদরূপ রমযানের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সহনশীলতা পারস্পরিক সহানুভূতি পরায়ণতা বা সব্‌র ও মওয়াসাতের সাধনাকে সাকল্য মণ্ডিত; চক্ষু,কর্ণ, রসনা, হস্ত ও পদকে সংযত রাখার শিক্ষা গ্রহণ; লোভ-লালসা, হিংসা বিদ্বেষ কাম-ক্রোধ এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে দমিত করার সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করা পর্যন্ত উক্তমাসে প্রতিশ্রুত আল্লাহর অফুরন্ত করুণা রাশির অংশ গ্রহণ, এবং রমযানের মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং গৃহবাসী সুস্থদেহ ও সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি উক্ত মাসের সিয়াম-ব্রত পালনের ব্যবস্থাকে অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী করা হইয়াছে। কুরআন ঘোষণা করিয়াছে,

যেব্যক্তি উক্ত মাসে উপস্থিত হইবে তাহাকে রোযা পালন করিতেই হইবে।

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

সিয়ামের মাহাত্ম্য

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পুণ্যলাভের আশায় রমযানের রোযা পালন করিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) পাপসমূহ ক্ষমা করা হইবে। যে

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه

ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সহিত পুণ্যার্জনের প্রত্যাশায় লায়লাতুল কদরের নৈশ এবাদতে লিপ্ত থাকিবে তাহারও পূর্ববর্তী পাপসমূহ মার্জনা করা হইবে[১]।

বুখারী ও মুসলিম ছহ্‌ল বিন ছা'দের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশ তের একটি দ্বার 'রাইয়ান' নামে অভিহিত। সিয়ামের সাধনায় যাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে শুধু তাহারাই উক্ত দ্বারে প্রবেশ

ان فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غيرهم

১) নাসায়ী ২১৪ পৃঃ ২) মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।

১) বুখারী, মুসলিম ও ইবনেমাজাহ ১১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করার অধিকারী হইবে। অন্য কেহ উহাতে প্রবেশ করিবেনা[২]।

ইমাম বুখারী আবুহুরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। অতএব রোযাব্রত পালনকালে অশ্লীলতা এবং মুর্খতা পরিহার করিবে। যদি কোন ব্যক্তি রোযাদারের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় অথবা গালিগালাজ করে তাহা হইলে সে বলিবে, "আমি রোযাদার"। আল্লাহর শপথ, সিয়াম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির সুঘ্রাণের অপেক্ষাও উত্তমতর। আল্লাহ বলিয়াছেন, বান্দা আমার জন্য তাহার পানাহার পরিত্যাগ করে যৌনলিপ্সাকে নিবৃত্ত করে। রোযা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার প্রতিদান প্রদান করিব। প্রত্যেক সৎকার্যের দশগুণ অধিক ছওয়াব প্রদত্ত হইবে[৩]।

الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فان امرأ قاتله او شاتمه فليقل انى صائم والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلى الصيام لى وانا اجزى به والحسنة بعشرا مثالها

বয়হকী আবদুল্লাহ বিন আম্‌র প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রলয় দিবসে সিয়াম এবং কুরআন উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। সিয়াম বলিবে প্রভুহে! আমি দিবসে পানাহার এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতা হইতে ইহাকে বারণ করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। কুরআন বলিবে, প্রভুহে! নিশিযোগে আমি ইহাকে নিদ্রা ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলাম। তাহার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া রোযাদারকে মুক্তি প্রদান করিবেন[১]।

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان

কাম-রিপুর প্রমত্ততা এবং যৌন-ক্ষুধার চরিতার্থতা বশতঃ মানব-সন্তান পশুত্বের চরম স্তরে গিয়া পৌঁছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু মানবের বংশ রক্ষা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাও যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। অতএব মানব প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে একেবারে মরিয়া না যায়, সমূলে ধ্বংস না হয় তজ্জন্য ইসলাম রমযানের দিবা শেষে ইফতার ও নৈশ-ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছে এবং আহার পানীয় গ্রহণ না করিয়া একাধারে কয়েক দিবসব্যাপী রোযা পালন করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে।

আল কুরআন নির্দেশ দিয়াছে; রোযাদারীগণ, তোমরা শুভ্রসূতা কৃষ্ণসূতা হইতে প্রস্ফুটিত হওয়া অর্থাৎ সুবহে সাদিকের উষার উদ্ভব ঘটা পর্যন্ত পানাহার গ্রহণ করিতে থাক। (২:১৮৭)

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় উক্ত পানাহার ছেহ্‌রী বা প্রভাতী নামে অভিহিত।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুসলিম সমাজ; তোমরা অবশ্যই ছেহরী ভক্ষণ কর। উহাতে অতীব বরকত নিহিত রহিয়াছে[২]।

تسحروا فان فى السحور بركة

হযরত আরও ইর্শাদ করিয়াছেন, আমাদের কৃচ্ছ্রসাধনা এবং আহলে কিতাবদের উপবাস ব্রতের মধ্যে প্রভেদকারী হইতেছে প্রভাতী বা ছেহ্‌রী ভক্ষণ[৪]।

فصل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر

২) বুখারী (১) ২৫৪ পৃঃ।
৩) ঐ (১) ২৫৬ পৃঃ।

১] মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।
২] বুখারী [১] ২৫৭ পৃষ্ঠা মুসলিম [২] ৩৫০ পৃঃ।
৪] মুসলিম আমর বিন আছের সূত্রে ৩৫০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত সহ্‌ল প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলি- لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر য়াছেন, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই রোযা ইফতারে ত্বরান্বিত হইবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা কল্যাণের অধিকারী হইবে[১]।

রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতগণকে চন্দ্র দর্শনকরতঃ রোযা আরম্ভ করিতে এবং চন্দ্রদর্শনের পরই রোযা ইফতার অর্থাৎ ঈদুল ফেতর দিবস উদযাপনের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং সন্দেহ দিবসে রোযা পালন করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। বৃষ্টিবাদলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে শা'বান মাসের গণনা ত্রিশ পূর্ণ করতঃ রমযানের রোযা আরম্ভ করিতে হইবে। চন্দ্র দর্শন করিয়া নিম্নলিত দোআ পাঠ করা উচিত।

"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল্ আমনে ওয়াল ঈমানে ওয়াস্ সালামাতে ওয়াল ইসলামে রাব্বী ওয়া রব্বুকা আল্লাহু, হিলালা রুশদিন ওয়া খাইরিন।—নয়নুল আওতার।

রমযানুল মোবারকের রজনীসমূহে নৈশ-এবাদতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه সহিত পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় রমাযানের নৈশ-এবাদতে লিপ্ত থাকিবে তাহাদের পূর্ববর্তী (সগীরা) পাপসমূহ মার্জিত হইয়া যাইবে।

তারাবীর নমায

তারাবীর নমায সুন্নতে মোআক্কাদা। রসূলুল্লাহ (দঃ) তিন অথবা পাঁচ রজনীতে জমাআতের সহিত তারাবীহ সমাধা করিয়াছেন। জমাআত ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি সর্বদা জমাআত করেন নাই কিন্তু পরবর্তী কালে উক্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইলে হযরত উমর কর্তৃক উহা যথারীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বদা তারাবীহ ৮ রাকাআত এবং বিতর ৩ রাকাআত সহ এই মোট একাদশ রাকাআতই সমাধা করিয়াছেন[২]। হযরত ওমর লোকদিগকে একাদশ রাকাআতই সমাধা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন[৩]। বিংশতি রাকাআতের প্রমাণ ছহিহ্ নহে[৪]।

রোযার বিধিনিষেধ

রমযানের দিবসে যথাসম্ভব আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকা, কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য যিকর আযকারে রোযার সময়গুলি অতিবাহিত করাই উচিত যথাসম্ভব রসনাকে সংযত করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যাচরণ পরিত্যাগ করেনাই তাহার পানাহার পরিত্যাগের কোন সার্থকতা নাই। অতএব মিথ্যাবলা, মিথ্যাচরণ করা, পরনিন্দা, দিবসে স্ত্রীসঙ্গম, ইচ্ছাকৃত পানাহার, চিৎকার, অশ্লীলতা ও গালিগালাজে রোযা নষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে মিছওয়াক ও গোসল করায় ভ্রমবশতঃ পানহারে এবং সুরমা, প্রভৃতি ব্যবহারে রোযা নষ্ট হইবেনা।

বক্ষমাণ নিবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা তর্জুমানের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠায় সম্ভবপর নহে। বিধায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে রমযানের অব্যাবশ্যকীয় কতিপয় মাছায়েল প্রদান করতঃ আলোচনার উপসংহার করিতে চাই।

১) সুব্‌হে সাদেক হওয়ার পূর্বেই ফরয রোযার নিয়ত করা অপরিহার্য। তিরমিযী (১)৯১ পৃষ্ঠা, আবুদাউদ ও নাসায়ী। নিয়তের সম্পর্ক অন্তরের সহিত মৌখিক আবৃত্তি করার কোন হাদীসী প্রমাণ নাই।

২) উষার আগমন হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালীগালাজ, স্ত্রীসহবাস, উচ্চবাক্য ও কঠোর উক্তি প্রয়োগ এবং সর্ববিধ ঝগড়া বিবাদ পরিহার করতঃ রমযানের সধনায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।—বুখারী, মুসলিম ও সুনন!

১) তিরমিযী ৮৮ পৃঃ।

২) বুখারী [১] ১৫৪ ও ২৭০ পৃঃ; মুসলিম ২৫৪ পৃঃ; তাবরাণী ও কিয়ামুললায়ল।

৩) মোআত্তা ইমাম মালেক ৪০ পৃঃ।

৪) আরফুশ্‌শিযী ১২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

৩) ইফ্‌তার করার জন্য খাজুরই উত্তম ইহাতে বরকত রহিয়াছে যদি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য না হয় তাহাহইলে পানি দ্বারাই ইফ্‌তার করা উচিত কারণ পানি অতি পবিত্র। —আমহ ও তিরমিযী

ইফ্‌তার করার সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করিবে।

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

হে আল্লাহ, আনি তোমারই জন্য রোযা পালন করিয়াছি এবং তোমারই প্রদত্ত রেয্‌ক দ্বারা ইফতার করিতেছি।—আবুদাউদ।

ইফতারের পর এই দোয়া পাঠ করিবে,—

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر

ان شاء الله ـ

পিপাসা নিবারিত, ধমনিসমূহ সিক্ত এবং পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।—আবুদাউদ।

৪) রোযা পালনকালে মিছওয়াক করা, সুরমা লাগান, সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। ইহাতে রোযার কোন ক্ষতি হইবেনা।—বুখারী ২৫৯ পৃঃ ও তিরমিযী ৯১ পৃঃ।

৫) অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমন হইলে রোযা নষ্ট হইবেনা। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করিলে উহাতে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। ভ্রমবশতঃ পানাহারে রোযা ভঙ্গ হইবেনা। বরং এমতাবস্থায় রোযা পূর্ণ করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম!

৬) পবিত্র রমযান মাসে আল্লাহর রসুল (দঃ) সহবাস জনিত অশুচিতার অবস্থায় সুব্‌হে-সাদেক পর্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। তারপর পবিত্রতা অর্জন মানসে গোসল করিতেন এবং রোযা রাখিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৭) গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী যদি রোযা পালনে অসমর্থ হয় অথবা যথাক্রমে গর্ভজাত ও ক্রোড়স্থ সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হয় তাহাহইলে তাহাদের জন্য রোযা পরিহার করার অনুমতি রহিয়াছে। অন্য সময় তাহারা উহার কযা করিবে। এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতি কোন কফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবেনা। —নয়লা (১) ২৩০ পৃঃ।

৮) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রোযা পালনে অসমর্থ হইলে প্রতি রোযার বিনিময়ে একজন করিয়া মিছকিনকে আহার প্রদান করিবে। নয়ল (৪) ১৩১ পৃঃ।

৯) কুল্লি করিবার সময় হলক দিয়া পানি প্রবেশ করিলে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় উক্ত রোযার কযা করিতে হইবে।

১০) স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ বিনা কারণে একটি রোযা পরিত্যাগ করিলে পূর্ণ বৎসর রোযা রাখিলেও তাহার ক্ষতিপূরণ হইবেনা।—বুখারী ২৫০ পৃঃ তিরমিযী ৯০ পৃঃ।

১১) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সূর্য অস্তমিত হইয়াছে ভাবিয়া যদি কেহ রোযা ইফতার করিয়া ফেলে। অতঃপর সূর্য পরিলক্ষিত হয় তাহাহইলে উক্ত রোযার কযা করিতে হইবে।

১২) কোন ব্যক্তির কাযা রোযা থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে তাহার অলী বা নিকটাত্মীয় তাহার রোযা কযা করিতে পারিবে।—বুখারী (১) ২৫২ ও মুসলিম ৩৬৫ পৃঃ।

১৩) রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯শে রজনীতে শবে কদর সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মহিমান্বিত রজনীতে নৈশ এবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তরগীব ১৮৫ পৃঃ।

১৪) উক্ত রজনীতে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবে ঃ

"আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন্ তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফা'ফু আন্নী"

হে আল্লাহ তুমি ক্ষমার আধার, ক্ষমা করাই তুমি ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।—নয়নুল আওতার ২৭১ পৃষ্ঠা।

১৫) রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা সুন্নত। রসুলুল্লাহ প্রতি বৎসর ই'তেকাফ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব বৎসর তিনি বিশ দিবস ই'তেকাফ করিয়াছিলেন।—বুখারী (১) ২৭১ পৃঃ।

করুণানিধান বিশ্ব মুসলিমের এই সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, সিয়ামের সম্যক সাধনা সিদ্ধি-লাভ করুক; ইহাই আন্তরিক কামনা। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

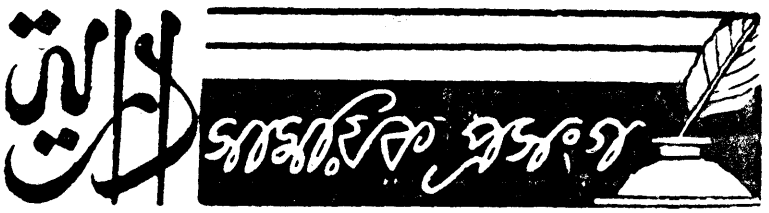

بسم الله الرحمن الرحيم

দুর্নীতি দমন পরিকল্পনা

পাকিস্তানের বর্তমান সদাশয় সভর্ণমেণ্ট সামাজিক দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্নীতি সমূহের ফিরিস্তি তৈরী করতঃ উহার মুলোৎপাটনের কার্যকরী পন্থা নিরূপণ করাই হল কমিশনের উদ্দেশ্য। কমিশনের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ না পাওয়া গেলেও কমিশনের তরফ থেকে প্রচারিত প্রশ্নাবলী হতে উহার উদ্দেশ্য ও কিংকর্তব্য সম্বন্ধে মোটামুটী ভাবে উপরোক্ত উদ্দেশ্যই অনুমিত হয়। হুকুমতে পাকিস্তানের এ উদ্দেশ্য যে সাধু তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা এ জন্য হকুমতকে জানাই আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ আর আল্লাহ তাআলার দরগায় হুকুমতের এ প্রশংসনীয় উদ্দমের সফলতার জন্য কায়মনবাক্যে জানাই মোনাজাত।

দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতঃ যে সমাজকে পাক ও পবিত্র করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে সে সমাজের একজন নগণ্য নাগরিক হিসেবে ইস্‌লাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমরা সুধীবৃন্দের খেদমতে আমাদের আরয পেশ করছি এবং আশা করছি যে, সেগুলো সহানুভূতি সহকারে বিবেচিত হবে।

বুনয়াদী নীতি

সর্বপ্রথম কথা হল এই যে, দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে—সে রাজাধিরাজই হোক আর পথের ভিখারীই হোক—একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সে একজন মুসলমান। তার ধর্ম একটি বিশিষ্ট ধর্ম। তার তহযীব ও তমদ্দুন, কৃষ্টি ও কালচার, ইতিহাস ও ঐতিহ্য—সবই স্বতন্ত্র। জীবন-চলার-পথে সে যে পথের অনুসারী, বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্রের দিক দিয়েই তা' দুন্‌য়ার অন্যান্য পথের তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব। ফলকথা এই যে, ইসলাম এমন একটী জীবনাদর্শ যা জীবন-যাত্রার প্রতিটী পদক্ষেপের দিক দিয়েই স্বয়ং সম্পূর্ণ। এতে মানব জীবনের জটিল হতে জটিলতর সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। অতএব এ ধর্মের পূজারীদেরকে জীবন-যাত্রার কোন ক্ষেত্রে কোন অনৈসলামিক তহযীব ও তমদ্দুন অথবা কৃষ্টি ও কালচারের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন নেই। ফলে, ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধগুলিকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপায়িত করাই প্রত্যেক পাকিস্তানী নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামী আদর্শের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা, আল্লাহর নির্দেশিত সীমা লঙ্ঘন না করা এবং তাঁর বিধি-ব্যবস্থাগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া প্রত্যেক পাকিস্তানীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ইহাই হ'ল সমাজকে সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্নীতির কবল হ'তে মুক্ত করার প্রধান ও প্রথম অস্ত্র। এ অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ ও মজবুত করাই আমাদের প্রথম কাজ। মুসলমান এবং বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমান হয়েও যদি আমরা ইংরেজী তহযীব ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তমদ্দুন আর আমেরীকার কৃষ্টি ও কালচারের প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকি তাহলে আমাদের সমাজ কখনও কলুষ-মুক্ত হতে পারেনা। বরং এর ফলে সামাজিক দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চল্‌বে আর পাকিস্তানের পবিত্রভূমি অন্যায়, অনাচার, কুআচার ব্যভিচার, জোর-জুলুম এবং দুর্নীতির পাদপীঠে পরিণত হবে। পাশ্চাত্য তহযীব ও তমদ্দুন বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষণের পর সমাজ সংস্কারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং উক্ত তহযীব ও তমদ্দুনের সুদূর প্রসারী কুফল দেখে লজ্জায় মাথা অবনত করতে বাধ্য হয়েছে। পরীক্ষিত বস্তুর পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। বিধায়, পাকিস্তানে পাশ্চাত্য তহযীব ও তমদ্দুনের পরীক্ষামূলক প্রবর্তন একটি মারাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এ ভুলের জন্য পাকিস্তানী নাগরিকদেরকে যে কি পরিমাণ খেসারত দিতে হবে আর অদূর ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অনুতাপের বোঝা বহন করতে হবে তা একমাত্র আল্লাহ—আলেমুল গায়বই জানেন।

সামাজিক দুর্নীতি দমনের জন্য দ্বিতীয় পন্থা হল এই যে, দুর্নীতির উৎসগুলিকে মূলোৎপাটিত করতে হবে। দুনয়ার প্রত্যেকটী কাজের পিছনে আছে এক একটী কারণ। কারণকে আয়ত্বাধীনে আনতে পারলে কাজও যে আয়ত্বাধীন হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। মানুষ প্রকৃতিগত সুন্দর। তার স্বভাবে কোথাও শত্রুতা নেই এতটুকুও, আল্লাহ তাআলার ঘোষণানুসারে মানুষকে ফিৎরতের উপরেই সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ কুসংসর্গে এসে তার প্রকৃতিগত পবিত্রতা হারিয়ে ফেল্‌তে বসে। মানুষ যখন এমন সমাজে বসবাস করে যার বাতাস বিষাক্ত, যার আব-হাওয়া কলুষিত, যার জমিনের প্রত্যেকটী ধূলিকণা পাপাসিক্ত তখন তার পক্ষে পাপে লিপ্ত না হওয়া এক রকম দুরূহ হয়ে উঠে। অতএব সমাজকে দুর্নীতির কবল হতে মুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে সমাজের বুক হতে সর্বপ্রকার ছোট বড় দুর্নীতির উৎস ও প্রস্রবণগুলির মুখ বন্ধ করে দেওয়া। উৎস ও প্রস্রবণের মুখ খোলা রেখে দুর্নীতির গায়ে মাটী চাপা দিতে থাকলে তা হবে ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আজ হোক কাল হোক পানির জোয়ার এসে মাটীর এ বাঁধন ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। ইদানিং আমাদের সমাজে যে সব দুর্নীতির প্রস্রবণ হতে অবিরাম দুর্নীতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে তার অধিকাংশগুলিকেই আমরা অবলিলাক্রমে এড়াতে সক্ষম। কারণ সেগুলি আমাদের সমাজের কোন অপরিহার্য বস্তু নয়, বরং সেগুলিকে আমরা শুধু ফ্যাশান হিসেবেই গ্রহণ করেছি। এ সবকে যদি আমরা সম্পূর্ণ বর্জন করি তাতে সমাজের বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। উদাহরণ স্বরূপ নারীস্বাধীনতার গালভরা দাবীর অন্তরালে অর্ধ-উলঙ্গ নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমা শাসকবর্গের ছেড়ে যাওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর যে ঘৃণ্য বদঅভ্যাস আজ আমাদের সামাজে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এর ফলে একদিকে সমাজে ব্যাভিচারের ছড়াছড়ি হচ্ছে আর অপর দিকে যুবক শ্রেণী নিজেদের কর্তব্য বিমুখ হয়ে শিকারের অন্বেষণে সময়, অর্থ এবং শক্তির অপচয় ঘটিয়ে সমাজকে, দেউলিয়ত্বের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যাদের নিকট ব্যাভিচার কোন অন্যায় নয় তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাদের নিকট ব্যভিচার মহাপাতক তাদের জন্য ইসলাম কর্তৃক বিঘোষিত পর্দা ব্যবস্থা সামাজিক দুর্নীতি দমনের একটী অতীব চমৎকার পন্থা। আমাদের মহিলারা যদি তাঁদের জন্য ব্যবস্থিত পর্দার অনুসারী হন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কার্যসমূহ আনজাম দিতে ব্রতী হন, ম্যাকআপ করতঃ দেহের বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির দ্বারা চলন্ত পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বৈকালিক ভ্রমণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানের বদভ্যাস পরিহার করেন তাহলে দুশ্চরিত্র নরদের পক্ষে হৃদয় মন কলুষিত করার কোন সুযোগই থাকে না। এভাবে পাকিস্তানী রমণীদের ইজ্জত ও আবরূ অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। তাঁদের মূল্যমান দুনয়ার অন্যান্য নারীদের তুলনায় অনেক উর্ধে উঠবে। আর অপর দিকে পাকিস্তানী পুরুষদের আত্মসম্মান বাড়বে, নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষেরা মামলা মোকদ্দ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মায় যে অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় করে থাকে তার হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর ছেড়ে যাওয়া উত্তরাধিকারগুলির অন্যতম হচ্ছে, ব্যবসায় প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে ছবির মারফত এডভারটাইজমেণ্ট। আজকাল পাকিস্তানের ব্যবসায়ী শ্রেণী ছবির পেছনে কোটী কোটী টাকা খরচ করছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ী সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক তার পণ্যদ্রব্যের বিকাশনের শানে অবশ্য অবশ্যই কোন না কোন নারীর ছবি দিয়ে থাকেন। এমন কি যে ছাতা আমাদের দেশের শতকরা দু'জন নারীও ব্যবহার করেন কিনা সন্দেহ তার যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন নারীর মাথার উপরেই ছাতাকে শোভাদান করতে দেখা যায়। আরও মজার ব্যপার হল এই যে, যে নারীর ছবি বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয় তাকে অত্যন্ত সুন্দরী করে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় চিত্রিত করা হয়; তার যে সব অঙ্গের গোপনীয়তার প্রয়োজন সে সব অঙ্গেরই প্রদর্শনী হয় সব চেয়ে বেশী। বড় বড় শহরের প্রত্যেকটী দোকানের দরজায়, রাজরাস্তার মোড়ে এবং জনাকীর্ণ স্থান সমূহের দেওয়ালের গায়ে ঐ একই চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এর ফলে যদি যুবক শ্রেণীর অন্তরে যৌবনের বান ডাকে, সরলমতি যুবকেরা যদি বিপথগামী হয় তাদের দৃঢ় সংকল্প যদি শিথিল হয়ে পড়ে তা'হলে এর জন্য দায়ী কে? খুব জমাট ঘি যদি বারম্বার তাপের আওতায় এসে শেষ পর্যন্ত গলেই যায় তা'হলে কি ঘিই তার জন্য দায়ী?

ব্যবসায়ে প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে এত দিন ধরে আমাদের সমাজের ব্যবসায়ীরা নারীর ছবিকেই অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করতেন কিন্তু ইদানীং কতিপয় প্রগতীশীল ব্যবসায়ী আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ে দ্রুত অগ্রগতীর জন্য সশরীরী নারীদেরকেই দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। এঁর দু' পয়সা লাভের উদ্দেশ্যেই নারী জাতির প্রতি যে অবমাননা প্রদর্শন করেছেন তা, অমার্জনীয় অপরাধ। "মায়ের পদতলে মুসলমানের বেহেস্ত" বলে ইসলাম নারী জাতিকে যে সম্মান দান করেছে তার সে সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমরা অচিরেই এ ন্যাক্কারজনক কাজ হতে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তানী ব্যবসায়ী ভাইদের নিকট অনুরোধ জানাই।

আশার আলোক

পাকভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা যখন তওহীদের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে ভুলতে বসেছিল; আমল মিল্ হাদিসের পরিবর্তে আমল বিল ফিক্‌হ যখন এ উপমহাদেশের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সহিহ এবং বিশুদ্ধ হাদিসের উপর আমল করা যখন বিদ্রূপ ও বিপদের কারণ হয়ে পড়েছিল এমনি সময় একদল মর্দে'মুমিন পর্বত সমান বিপদের সম্ভাবনা সত্বেও ঈমান ও তওহীদের তেজে বলিয়ান হয়ে নিখুঁত তওহীদের প্রচারণায় এবং এত্তেবায়ে সুন্নতে নববীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে জোর আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন। হযরত মওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহে আলায়হি যে আন্দোলনের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তা' শুধু মাত্র কয়েকটি ফেক্‌হের মস্‌আলা সম্পর্কিত ব্যাপার নয়, বরং অমুসলমান কর্তৃক অধিকৃত ভারত ভূমিকে দারুল ইসলামে পরিণত করা, নিখুঁত তওহীদের প্রচারণা এবং আমল বিল্ ফিকহের পরিবর্তে আমল বিল্ হাদিসের প্রতিষ্ঠা—এসব মহান উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর আন্দোলনের গোড়ার বিষয়বস্তু। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, একদিকে মুসলমানদের পারস্পরিক কলহ বিবাদ আর অপরদিকে কতিপয় স্বার্থপর মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। বালাকোটের মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর ফলে এ আন্দোলন স্তমিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একেবারেই নির্বাপিত হয়নি। বরং বৃটিশ আমলের দু'শত বছর ধরে এ উপমহাদেশে তওহীদ ও সুন্নতের প্রচারে এ আন্দোলনের ধারক ও বাহকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম জদ্দ ও জেহাদ চালিয়ে এসেছেন। এই আন্দোলনের ফলে এ উপমহাদেশের ধর্মীয় জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে

www.ahlehadeethbd.org

ইতিহাস-বিশারদ জনাব সৈয়দ সুলায়মান নদভীর ভাষ্যে তা নিম্নরূপ ঃ—

"এ আন্দোলনের ফলে অসংখ্য বেদআতের মুলোৎপাটন হয়েছে; তওহীদের প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে; কুরআনের পঠন-পাঠনের সূচনা হয়েছে; কুরআন পাকের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপিত হয়েছে; হাদিসে-নববীর শিক্ষা, সংকলন ও প্রচারণার প্রচেষ্টা কামযাব হয়েছে। এক্ষণে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম জগতে একমাত্র হিন্দুস্থানকেই এ আন্দোলনের বদৌলতে এ বিরাট সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ হয়েছে। এ ছাড়া ফেক্‌হের বহুগুলি মসলা মাসায়েলের পুরাপুরী গবেষণাও হয়েছে। (ইহা অন্য কথা যে, কতিপয় লোক কিছু কিছু ভুলও করেছেন)। সে যাই হোক, সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে, মুসলমানদের অন্তর হতে ইত্তেবায়ে নববীর যে প্রেরণা নির্বাপিত হয়েছিল তা যুগযুগান্তরের জন্য পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এ আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ফল এই যে, যে জেহাদের আগুন ইসলামরূপ উনুনে নির্বাপিত হয়ে পড়েছিল এর ফলে তা পুনর্বার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল এবং এমন এক সময় আসল যখন ওয়াহাবী আর রাজ-দ্রোহী সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। কত লোকের যে গর্দান দ্বিখণ্ডিত হল, কত লোককে যে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হল আর কত লোককে নির্বাসিত জিন্দেগী যাপন করতে হল তার ইয়ত্তা নেই।"

পূর্বেই বলেছি যে, উলামায়ে আহলেহাদীসের এ আন্দোলন স্তমিত হলেও কোন দিন নির্বাপিত হয়নি এবং গোড়াগুড়ি হতে অদ্যাবধি তাঁরা এহ্‌য়া-ই সুন্নতের সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে আস্‌ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার পর এবং বিশেষ করে ভারতে যাতায়াতের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ার পর ভারতে অবস্থানকারী বিরাট জামাতে আহলেহাদিসের সহিত পাকিস্তানী জামাতের সংযোগ একরূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ১২০০ মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জামাতী ভাইদের সহিত মেলামেশা ও মতামত বিনিময়ের পথে বহু ব্যয় সাপেক্ষ গমনাগমন বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিগত ১৪ বৎসরের মধ্যে জামাতী পর্যায়ে উভয় অংশের জামাতী ভাইদের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়নি। এক্ষণে উভয় অংশের জামাতী ভাইদের সহিত কার্যকরী যোগা-যোগ স্থাপনের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদিসের দাওয়াত ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন বিশিষ্ট আলেমের একটী প্রতিনিধি দল গত ১১ই জানুয়ারী ঢাকায় শুভাগমন করেছেন। তাঁদের সফর প্রোগ্রাম শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ঢাকার বাইরে মফস্বল শহর এমন কি আহলেহাদিস অধ্যুষিত গ্রাম গুলিতেও তাঁরা সফর করবেন।

আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী ওলামা প্রতিনিধি-দলকে জানাই খোশ আমদেদ! পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জামাতী ভাইদের মধ্যে নব সংযোগের এ সূত্র রচিত হওয়ায় আমরা খোদার দরগায় জানাই হাজার শুকরিয়া আর দোআ করি যেন আল্লাহ অচিরেই সে দিন ফিরিয়ে আনেন যে দিন সিন্ধুনদ হ'তে উত্থিত এহয়া-ই-সুন্নতের আওয়াজ আমাদের পাহাড়ে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। আমিন! আমিন!!

www.ahlehadeethbd.org